হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ) [প্রথম খণ্ড]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

প্রকাশনায়
দারুল কিতাব
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৯

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকের ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ

www.BANGLAKITAB.com

ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।"

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শিরক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় 'উম্মি বি' নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল-আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই 'হায়াতুস সাহাবাহ' কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিষ্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত-আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্‌দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ

WWW.BANGLAKITAB.COM

এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন তৃতীয় জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় তৃতীয় জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ তৌফিকে এইবার প্রথম জিলদের তরজমা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হইতেছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

বিনীত আরজগুজার
বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের
কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

১২ই রমজান ১৪২০
২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নাদভী কর্তৃক ভূমিকা

এর অনুবাদ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
خاتم النبيين و على اله و صحبه اجمعين و من تبعهم
باحسان الى يوم الدين -

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের সীরাত (জীবনী) ও তাঁহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঈমানী শক্তি ও ইসলামী প্রেরণা লাভের এমন একটি উৎস যাহার দ্বারা উম্মাতে মুসলিমা ও দ্বীনি দাওয়াতসমূহ সর্বকালে ঈমানের শিখা গ্রহণ করিয়াছে এবং দিলের সেই অঙ্গারধানীকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, যাহা বস্তুবাদের প্রচণ্ড ঝঞ্চাবায়ুর ঝাপটায় বারংবার নির্বাপিত বা নিস্তেজ হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে। অথচ ঈমানের এই অঙ্গারধানীর অগ্নিশিখা নিভিয়া গেলে উম্মাতে মুসলিমা তাঁহার শক্তি, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সবকিছু হারাইয়া এমন এক প্রাণহীন লাশে পরিনত হইবে যাহাকে কাঁধে বহন করিয়া এই জীবন চলিতে থাকিবে।

এই গ্রন্থ সেই সকল মর্দেমুয়দান মহাপুরুষদেরই ইতিহাস যাঁহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিবার পর তাঁহারা উহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্তর উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছিল। তাহাদিগকে আহবান করা হইলে তাহাদের একমাত্র উত্তর ইহাই ছিল।

WWW.BANGLAKITAB.COM

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا –

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা প্রদান করিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তদঅনুযায়ী আমরা ঈমান আনিয়াছি।

তাঁহারা আপন হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। যদ্দরুন আল্লাহ্র রাস্তায় দাওয়াত প্রদানে জানমাল ও পরিবার-পরিজনকে কোরবান করা তাঁহাদের নিকট সাধারণ ব্যাপারে পরিনত হইয়া গিয়াছিল এবং এই পথের সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও তিক্ততা তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। উহার প্রতি একীন ও প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহা তাহাদের মন-মগজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে গায়েবের প্রতি ঈমান, আল্লাহ্র রসূলের প্রতি গভীর ভালবাসা, ঈমানদারদের প্রতি বিনম্রতা ও কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, দুনিয়ার উপর আখেরাতকে, (দুনিয়ার) নগদের উপর (আখেরাতের) বাকীকে, দৃশ্যমানের উপর অদৃশ্যকে ও অজ্ঞতার উপর হেদায়েতকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিস্ময়কর ও অসাধারণ ঘটনাবলী তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইতে থাকে। আল্লাহ্র বান্দাগণকে মানুষের গোলামী হইতে মুক্ত করিয়া এক আল্লাহর বন্দেগীতে লাগানো, তাহাদিগকে বিভিন্ন ধর্মের জুলুম অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া ইসলামী ন্যায়নীতির সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন, দুনিয়ার সংকীর্ণতা হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে উহার প্রশস্ত ময়দানে লইয়া আসা, পার্থিব ধন-সম্পদ ও উহার সাজসজ্জাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ ও বেহেশতে প্রবেশের অদম্য উৎসাহের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী তাঁহাদের জীবনে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইসলামের এই নিয়ামতের প্রচার ও উহার বরকতসমূহকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌছাইবার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বস্থানে

ছড়াইয়া পড়িবার অসম সাহস ও দূরদর্শিতার দরুন তাঁহারা আপন ঘরবাড়ি ছাড়িয়াছেন। আরাম আয়েশকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি আপন জান-মালের কোরবানী দিতেও কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই। ফলে দ্বীন আপন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্তরসমূহ আল্লাহ্র প্রতি অনুগামী হইল এবং ইমানের এমন এক পবিত্র ও বরকতময় জোর বায়ুপ্রবাহ ছুটিল যে, ঈমান, এবাদত ও তাকওয়ার রাজত্ব কায়েম হইয়া গেল, বেহেস্তের বাজার গরম হইয়া উঠিল এবং হেদায়ত প্রসারিত হইয়া মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীন গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইতিহাসের পাতা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের এই সকল গৌরবময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইসলামী গ্রন্থাবলী তাঁহাদের এই সত্য ঘটনাবলী সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কাহিনী সর্বদাই মুসলমানদের মধ্যে নবজীবন ও নব উদ্যমের প্রেরণা যোগাইয়াছে। এ কারণেই যুগ যুগ ধরিয়া ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী ও সংস্কারকগণের দৃষ্টি এই সকল কাহিনীর প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা যখনই মুসলিম উম্মার মধ্যে ঈমানী যোশ ও ইসলামী জযবা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন তখনই তাঁহারা এই সকল কাহিনীকে সম্বল হিসেবে অবলম্বন করিয়াছেন।

কিন্তু কালক্রমে এমন সময় আসিল যখন মুসলমানগণ এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া তাঁহাদের এই ইতিহাসকে ভুলিয়া বসিল। আমাদের ওয়ায়েজিন, লেখক ও সংকলকগণের পূর্ণ দৃষ্টি পরবর্তী আওলিয়া ও পীর-মাশায়েখদের কিস্সা কাহিনীর প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল এবং গ্রন্থাদী তাঁহাদের কারামাত ও বুযুর্গীর বর্ণনা দ্বারা ভরপুর হইয়া গেল। সাধারণ মানুষের অন্তরেও উহার প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হইল যে, ওয়াজ-নসীহত ও অধ্যয়ন-অনুশীলনের সকল মজলিশ ও গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠাসমূহ এই সকল কিস্সা কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অধম লেখকের জানামতে ইসলামী দাওয়াত ও জীবন গড়ার পথে সাহাবা (রাঃ)দের জীবনাদর্শ ও তাঁহাদের ঘটনাবলীর সঠিক মর্যাদা এবং

www.BANGLAKITAB.com

আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের ব্যাপারে এই মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডারের গুরুত্ব ও অন্তরের উপর কার্যকর ক্রিয়াসাধন ক্ষমতায় উহার সঠিক মূল্যমান সম্পর্কে বর্তমান যুগে যিনি সর্বপ্রথম যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি হইলেন আল্লাহ্‌র পথে সুপ্রসিদ্ধ দাওয়াত প্রদানকারী যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক শায়েখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্দেহ্‌লভী (রহঃ)। তিনি হিম্মত ও সাহসিকতার সহিত সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

সীরাতে নবী ও সাহাবা (রাঃ)দের জীবনাদর্শের প্রতি আমি তাঁহার অত্যাধিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। আপন ছাত্র, ভক্তবৃন্দ বা সঙ্গীদের সহিত আলাপ–আলোচনায় এই সকল ঘটনাবলীরই আলোচনা করিতেন। প্রত্যহ রাত্রিবেলায় হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) এই সকল ঘটনাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। স্বয়ং হযরত মওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তিভরে মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এই সকল ঘটনাবলী সর্বত্র প্রচার করা হউক। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শাইখুল হাদীস হযরত মওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ) উর্দূ ভাষায় হেকায়াতে সাহাবা নামক সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনাবলী সম্বলিত একখানা মধ্যম ধরণের কিতাব সংকলন করেন। হযরত মওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) এই কিতাব দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। এবং যাহারা তাবলিগের কাজ করিবেন বা দাওয়াতের কাজে বাহির হইবেন তাঁহাদের জন্য উক্ত কিতাব পাঠ করা অত্যাবশ্যকীয় করিয়া দিয়াছিলেন। সেহেতু বর্তমানেও তাহা দাওয়াতের মেহনতকারীদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। দ্বীনি সমাজেও উহার ন্যায় খুব কম কিতাবই এরূপ সমাদৃত হইয়াছে বা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) মহান পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ও তাঁহার স্থলাভিসিক্ত হইয়াছেন। দাওয়াতের কাজের গুরুদায়িত্ব তাঁহার

উপর আসিয়াছে। সীরাতে নবী ও সাহাবা (রাঃ)দের জীবনীর প্রতি উত্তরাধিকারী হিসেবে পিতার ন্যায় চরম আগ্রহও লাভ করিয়াছেন। অতএব দাওয়াতের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্বেও সীরাত ও সাহাবা (রাঃ)দের জীবনীর উপর লেখা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদীর অধ্যয়নও নিয়মিত চলিতেছিল। আমার জানা মতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ)এর ন্যায় সাহাবা (রাঃ)দের জীবনীর উপর গভীর জ্ঞান ও এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, তাহাদের জীবনী হইতে প্রমাণাদী পেশ করিতে সক্ষম, বয়ানে ও আলোচনায় আংটিতে পাথর বসানোর ন্যায় সাহাবাদের ঘটনাবলী উপস্থাপনের অনুপম দক্ষতা এবং তাঁহার ন্যায় প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আলেম আমি আর দেখি নাই। এই সকল সত্য ঘটনাবলীই তাঁহার বক্তব্যের প্রাণশক্তি ও শ্রোতার মনে মন্ত্রবৎ প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ ছিল। আল্লাহর রাহে গমনকারী জামাতকে বড় বড় কোরবানী ও আত্মত্যাগ, আল্লাহর রাহে কষ্ট–ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে এই সকল ঘটনাবলীই তাঁহার একমাত্র হাতিয়ার ছিল।

তাঁহার যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ হিন্দুস্থান ছাড়িয়া অপরাপর ইসলামী দেশগুলি সহ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত লোকজন এবং এতৎদ্দেশ্যে যাহারা বাহিরে সফর করিবেন তাঁহাদের সকলের জন্য এমন একখানা বড় ধরণের কিতাবের প্রয়োজন ছিল যাহা পাঠ করার দ্বারা দিল দেমাগের খোরাক মিলে, দ্বীনি জযবায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়, দাওয়াতের কাজে আনুগত্য ও জান–মাল উৎসর্গ করিবার আগ্রহ পুনঃ সজাগ হইয়া উঠে, হিজরত–নসরত, আমলের শওক–আগ্রহ ও উত্তম চরিত্র অর্জনের পথে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই সকল ঘটনাবলী পাঠকালে বা শ্রবণকালে উহার ভিতর নিজেকে এমনভাবে হারাইয়া ফেলে যেমন ছোটখাট নদী সাগর বক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলে এবং যেমন গগনচুম্বী পাহাড়ের পাদদেশে দীর্ঘকায় ব্যক্তি

WWW.BANGLAKITAB.COM

নিজের উচ্চতাকে ভুলিয়া যায়। ফলে নিজের ঈমান–আমলকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করতঃ আপন জীবনকে অতি নগন্য মনে করে। অতঃপর হিম্মত বুলন্দ হয় এবং অন্তরে আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব পালন সহ উচ্চস্তরের এই কিতাব সংকলনের সৌভাগ্য ও হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) লাভ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার জীবনের বহুবিধ দায়িত্ব পালন সহ অধিক পরিমাণে ছফর, মেহমানের সমাগম, জামাতের আগমন, অধ্যয়ন–অধ্যাপনার ব্যস্তময় জীবনে গ্রন্থ রচনা বা সংকলনের ন্যায় কাজের অবসর না থাকারই কথা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ সাহায্য ও তৌফিকে এবং আপন অদম্য সাহসিকতা ও মনোবলের দ্বারা তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজ ও সমাধা করিতে পারিয়াছেন। এমনিভাবে দাওয়াত ও গ্রন্থ রচনা উভয়ের সমন্বয় ঘটাইবার মত দুস্কর কাজ তিনি করিয়া দেখাইয়াছেন।

সীরাত, ইতিহাস ও তাবাকাতে সাহাবার বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা ও ঘটনাবলী বিক্ষিপ্ত আকারে ছিল তিনি তাহা হায়াতুস সাহাবার তিন খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে বরং ইমাম তাহাবী (রহঃ) রচিত শরহে মা–আনিল–আসার গ্রন্থেরও বড় আকারের কয়েক খণ্ডে একখানা শরাহ (ব্যাখা) ও রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের বর্ণনাসহ সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনাবলীও তাঁহার এই গ্রন্থে সন্নিবিশিত করিয়াছেন। বিশেষভাবে দাওয়াত ও উহার অনুশীলন পর্বকে পরিস্ফুটিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। অতএব ইহা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত প্রদানকারীদের আলোচনা সম্বলিত এমন একখানি কিতাব যাহা বর্তমানে দাওয়াতের মেহনতকারীদের জন্য উত্তম পাথেয় এবং মুসলমানদের জন্য ঈমান ও একীনের প্রবাহমান ঝর্ণাধারার উৎস।

তিনি এই কিতাবে সাহাবা (রাঃ)দের যে সকল বর্ণনা ও ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা কোন এক কিতাবে পাওয়া যাইবে না। কারণ

এই সকল ঘটনাবলী হাদীস, ইতিহাস, তাবাকাত ও মাসানীদের বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। সুতরাং ইহা এমন একটি বিশ্বকোষের রূপ ধারণ করিয়াছে যাহা সেই যুগের ছবি এমনভাবে তুলিয়া ধরে যে, সাহাবা (রাঃ)দের যিন্দেগী, তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও চিন্তাধারার সকল দিক পাঠকের সামনে পরিস্কার হইয়া যায়।

যে সকল কিতাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা শুধু ভাবার্থ প্রকাশের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা এই কিতাব রেওয়ায়াতের আধিক্য ও ঘটনার পরিপূর্ণ বর্ণনার দরুন অনেক বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী হইয়াছে। যে কারণে ইহা পাঠ করিয়া একজন পাঠক ঈমান, দাওয়াত, জীবন উৎসর্গ, ফযীলত, এখলাস ও যুহুদ এর পরিবেশে সময় অতিবাহিত করে।

প্রত্যেক গ্রন্থ গ্রন্থকারেরই প্রতিচ্ছবি ও তাহার হৃদয়ের অংশবিশেষ হইয়া থাকে। গ্রন্থের মাধ্যমেই গ্রন্থকারের অন্তর নিহিত ভাবাবেগ ও নিগূঢ় মর্মকথা, চিন্তা–চেতনা ও প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। যদি একথা সত্য হইয়া থাকে তবে আমি পূর্ণ আস্থার সহিত নির্দ্বিধায় বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থ অত্যন্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সার্থক হইয়াছে। কারণ গ্রন্থকারের রক্ত মাংসে সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ও মহব্বত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ভালোবাসায় তাঁহার মন–মগজ আচ্ছন্ন ছিল। তিনি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা, মহব্বত ও ভালোবাসার অনন্ত আবেগ লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের উচ্চমর্যাদা ও এখলাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই গ্রন্থের জন্য কাহারো ভূমিকা লেখার প্রয়োজন নাই। কেননা আমার জানা মতে ঈমানী শক্তি ও একনিষ্ঠতার সহিত দাওয়াতের পথে আত্মবিলীন করার ব্যাপারে তাহার ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র তায়ালার এক বিরাট দান এবং যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। বহু যুগ পরই এইরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তিনি সকল আন্দোলন অপেক্ষা শক্তিশালী, বিস্তৃত ও সর্বাপেক্ষা

WWW.BANGLAKITAB.COM

প্রভাবশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করিতেছেন। বস্তুত এই ভূমিকা লেখার দ্বারা তিনিই আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আর আমিও এই মহান কাজে অংশগ্রহণের নিয়ত করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের আশায় আমি এই কয়েকটি কথা লিখিলাম। আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবকে কবুল করুন এবং তাঁহার বান্দাগণকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন।

.....

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর এতাআত বা আনুগত্য সম্পর্কে কোরআনের আয়াত	১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করা এবং তাঁহার ও তাঁহার খলীফাদের অনুসরণ করা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস	১১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে কোরআনের কতিপয় আয়াত	১৬
সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যাহা বলিয়াছেন	২৪
পূর্বেকার আসমানী কিতাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের আলোচনা	৩০
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠন ও গুণাবলী সম্পর্কে কতিপয় হাদীস	৩২
সাহাবা (রাঃ)দের গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পরের বর্ণনা	৪৩
প্রথম অধ্যায়	
আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদান	৫৫
দাওয়াতের কাজের মুহাব্বত ও উহার প্রতি আগ্রহ	৫৭
সমগ্র মানবজাতির ঈমান আনয়নের প্রতি নবী করীম (সাঃ)এর প্রবল আকাঙ্খা	৫৭
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে কলেমার দাওয়াত প্রদান	৫৮

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় কলেমার দাওয়াত	৫৯
দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার	৬৩
দাওয়াতের কাজে দৃঢ়তা	৬৯
খাইবারের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)কে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ	৭১
দাওয়াতের কাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ধৈর্যধারণ	৭২
হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	৭৩
দাওয়াতের মেহনতে রাসূলাল্লাহ (সাঃ)এর বিবর্ণ অবস্থা দেখিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্রন্দন	৭৫
ইসলামের প্রসারতা সম্পর্কে হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর বর্ণনা	৭৬
মোরতাদদের ইসলামে ফিরিয়া আসার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর আগ্রহ	৭৭
নবী করীম (সাঃ)এর ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান	৭৯
হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৭৯
হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে ইসলামের দাওয়াত প্রদান	৮১
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৮৩
হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৮৪
হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৮৫
হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৮৮
হযরত যেমাদ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৯১
হযরত এমরান (রাঃ)এর পিতা হযরত হুসাইন (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন একজন সাহাবীকে দাওয়াত প্রদান	৯৬
হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৯৭
হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	৯৮
হযরত যিল জাওশান যিবাবী (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১০৩
হযরত বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১০৫
অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান	১০৬
হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১০৯
কতিপয় মুশরিককে দাওয়াত প্রদানের ঘটনা যাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই	১১০
আবু জেহেলকে দাওয়াত প্রদান	১১০
ওলীদ ইবনে মুগীরাহকে দাওয়াত প্রদান	১১১
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক দুইজনকে একত্রে দাওয়াত প্রদান	১১৩
হযরত আবু সুফিয়ান ও তাহার স্ত্রী হিন্দ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১১৩
হযরত ওসমান ও হযরত তালহা (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১১৪
হযরত আম্মার ও হযরত সোহাইব (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১১৫
হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ ও হযরত যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১১৫
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক দুইয়ের অধিক—জামাতকে দাওয়াত প্রদান	১১৬
আবুল হাইসার ও বনু আবদুল আশহালের কতিপয় যুবককে দাওয়াত প্রদান	১২২
জনসমাবেশে দাওয়াত প্রদান	১২৩
নিকট আত্মীয়দিগকে ইসলামের দাওয়াত	১২৩
হজ্জের মৌসুমে আরব গোত্রসমূহকে দাওয়াত প্রদান	১২৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
বনু আব্‌স গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	১২৭
কিন্দাহ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	১২৯
বনু কা'ব গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	১৩১
বনু কাল্‌বকে দাওয়াত প্রদান	১৩৫
বনু হানীফাকে দাওয়াত প্রদান	১৩৬
বনু বকর গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	১৩৬
মিনায় বিভিন্ন গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	১৩৮
বনু শাইবান গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	১৪০
আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের প্রতি ইসলামের দাওয়াত	১৪৭
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক বাজারে দাওয়াত প্রদান	১৫৪
যুল্‌মাজায বাজারে দাওয়াত প্রদান	১৫৪
নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত প্রদান	১৫৬
হযরত ফাতেমা ও সফিয়্যাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১৫৬
দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা	১৫৬
সফরে দাওয়াত প্রদান	১৬০
হিজরতের সফরে দাওয়াত প্রদান	১৬০
সফরে এক বেদুঈনকে দাওয়াত প্রদান	১৬১
হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণকে হিজরতের সফরে দাওয়াত প্রদান	১৬২
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পায়দল চলা	১৬২
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়দল তায়েফ গমন	১৬২
যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত	১৬৩
যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত প্রদানের আদেশ	১৬৩
আমীরের উপর দাওয়াত দিবার নির্দেশ	১৬৪
হযরত আলী (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ	১৬৫
হযরত ফারওয়া (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ	১৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ	১৬৮
দাওয়াত না দেওয়ার দরুন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান	১৬৮
আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণ	১৭০
হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে বাহেলাহ কাওমের নিকট প্রেরণ	১৭৩
এক ব্যক্তিকে বনু সা'দ গোত্রের নিকট প্রেরণ	১৭৫
এক ব্যক্তিকে বড় এক সর্দারের নিকট প্রেরণ	১৭৬
আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে জামাত প্রেরণ	১৭৮
দুমাতুল জান্দালে জামাত প্রেরণ	১৭৮
বালী গোত্রের নিকট জামাত প্রেরণ	১৭৯
ইয়ামানে জামাত প্রেরণ	১৭৯
নাজরানে জামাত প্রেরণ	১৮০
হযরত খালেদ (রাঃ)এর চিঠি	১৮১
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর চিঠি	১৮২
প্রতিনিধিদল সহ হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রত্যাবর্তন	১৮৩
ফরযসমূহের প্রতি দাওয়াত	১৮৪
হযরত জারীর (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান	১৮৪
ফরয কাজের প্রতি দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি শিক্ষাদান	১৮৫
হাওশাবের প্রতিনিধিদলকে ফরয কার্যাদির প্রতি দাওয়াত প্রদান	১৮৬
আব্দে কায়েসের প্রতিনিধিদলকে ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদান	১৮৭
ঈমানের হাকীকত ও ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদানের হাদীস	১৮৮
নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালা ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নামে সাহাবাদের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ	১৯১
নবী করীম (সাঃ)এর পক্ষ হইতে দাওয়াত পৌঁছাইবার প্রতি উৎসাহ প্রদান	১৯১

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ	১৯৩
নাজাশীর পত্র	১৯৪
রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট পত্র	১৯৫
পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র	২০৮
আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ 'মুকাওকেসের' নিকট পত্র	২১৬
নাজরানবাসীদের প্রতি পত্র	২১৮
বকর ইবনে ওয়ায়েলের প্রতি পত্র	২২৮
বনু জুযামার প্রতি পত্র	২২৮
নবী করীম (সাঃ)এর সেই সকল আখলাক ও আমলের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে	২২৯
ইহুদী আলেম যায়েদ ইবনে সু'নার ইসলাম গ্রহণ	২২৯
হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা	২৩৩
কোরাইশ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বাইতুল্লার যিয়ারতে বাধা প্রদান	২৩৩
হযরত ওসমান (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ	২৪৬
হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর অভিমত	২৪৮
হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অভিমত	২৪৮
আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৪৯
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	২৫৪
মক্কা বিজয়ের ঘটনা	২৬০
সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৮২
বিজয়ের দিন মক্কাবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ব্যবহার	২৮৩
হযরত ইকরামা (রাঃ) ইবনে আবি জাহলের ইসলাম গ্রহণ	২৮৫
হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	২৯১
হযরত হুওয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৯৯
হযরত নুযায়ের ইবনে হারেস আবদারী (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	৩০০
তায়েফবাসী সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ	৩০২
সাহাবা (রাঃ)দের ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান	৩০৭
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩০৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩০৮
হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩০৯
হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর ব্যক্তিগত দাওয়াত প্রদান	৩১৬
হযরত ওমায়ের ইবনে ওহাব জুমাহী (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ	৩১৭
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩২২
হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩২৪
বিভিন্ন আরব গোত্র ও কাওমের নিকট সাহাবা (রাঃ)দের দাওয়াত প্রদান	৩২৫
বনু সা'দ ইবনে বকর এর নিকট হযরত যেমাম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩২৫
হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) কর্তৃক নিজ কাওমকে দাওয়াত প্রদান	৩২৭
হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক সাকীফ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	৩৩২
হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে দাওয়াত প্রদান	৩৩৪
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক একেকজন কিংবা জামাত প্রেরণ	৩৪০

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ	১৯৩
নাজাশীর পত্র	১৯৪
রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট পত্র	১৯৫
পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র	২০৮
আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ 'মুকাওকেসের' নিকট পত্র	২১৬
নাজরানবাসীদের প্রতি পত্র	২১৮
বকর ইবনে ওয়ায়েলের প্রতি পত্র	২২৮
বনু জুযামার প্রতি পত্র	২২৮
নবী করীম (সাঃ)এর সেই সকল আখলাক ও আমলের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে	২২৯
ইহুদী আলেম যায়েদ ইবনে সু'নার ইসলাম গ্রহণ	২২৯
হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা	২৩৩
কোরাইশ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বাইতুল্লার যিয়ারতে বাধা প্রদান	২৩৩
হযরত ওসমান (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ	২৪৬
হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর অভিমত	২৪৮
হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অভিমত	২৪৮
আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৪৯
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	২৫৪
মক্কা বিজয়ের ঘটনা	২৬০
সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৮২
বিজয়ের দিন মক্কাবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ব্যবহার	২৮৩
হযরত ইকরামা (রাঃ) ইবনে আবি জাহলের ইসলাম গ্রহণ	২৮৫
হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	২৯১
হযরত হুওয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	২৯৯
হযরত নুযায়ের ইবনে হারেস আবদারী (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	৩০০
তায়েফবাসী সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ	৩০২
সাহাবা (রাঃ)দের ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান	৩০৭
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩০৭
হযরত ওমর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩০৮
হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩০৯
হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর ব্যক্তিগত দাওয়াত প্রদান	৩১৬
হযরত ওমায়ের ইবনে ওহাব জুমাহী (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ	৩১৭
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩২২
হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩২৪
বিভিন্ন আরব গোত্র ও কাওমের নিকট সাহাবা (রাঃ)দের দাওয়াত প্রদান	৩২৫
বনু সা'দ ইবনে বকর এর নিকট হযরত যেমাম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩২৫
হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) কর্তৃক নিজ কাওমকে দাওয়াত প্রদান	৩২৭
হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক সাকীফ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান	৩৩২
হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে দাওয়াত প্রদান	৩৩৪
দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক একেকজন কিংবা জামাত প্রেরণ	৩৪০

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ তায়ালা ও ইসলাম গ্রহণের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)দের পত্র প্রেরণ	৩৪১
যিয়াদ ইবনে হারেস (রাঃ)এর নিজ কাওমের প্রতি পত্র	৩৪১
হযরত বুজাইর (রাঃ)এর আপন ভাই কা'ব এর নামে পত্র	৩৪৪
পারস্যবাসীদের প্রতি হযরত খালেদ (রাঃ)এর পত্র	৩৪৮
নবী করীম (সাঃ)এর যুগে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান	৩৫১
মুসলিম ইবনে হারেস (রাঃ)এর দাওয়াত	৩৫১
হযরত কা'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩৫৩
ইবনে আবি আওজা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩৫৪
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আমলে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং আমীরদের প্রতি এই ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নির্দেশ	৩৫৫
সিরিয়ায় প্রেরিত সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশ	৩৫৫
হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ	৩৫৭
হীরাবাসীর প্রতি হযরত খালেদ (রাঃ)এর দাওয়াত	৩৫৭
রুমী সর্দার জারাজাহকে দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ	৩৫৯
হযরত ওমর (রাঃ)এর আমলে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং আমীরদের প্রতি এই ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নির্দেশ	৩৬৩
হযরত সালমান (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩৬৪
হযরত নো'মান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের দাওয়াত প্রদান	৩৬৫
কিসরার নিকট সাহাবা (রাঃ)দের জামাত প্রেরণ	৩৭১
তিকরীতের যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাস্ম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মিসর বিজয়ের সময় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩৮১
হযরত সালামা ইবনে কায়েস (রাঃ)এর নেতৃত্বে যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান	৩৮৪
যুদ্ধের পূর্বে হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান	৩৮৬
সাহাবা (রাঃ)দের সেই সকল আমল ও আখলাকের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে	৩৮৭
ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর আচরণ ও হযরত আবুদ দারদা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	৩৯১
জিযিয়া ও বন্দীদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র	৩৯৩
হযরত আলী (রাঃ)এর বর্মের ঘটনা ও একজন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ	৩৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইআত	৩৯৯
ইসলামের উপর বাইআত গ্রহণ	৪০০
মক্কা বিজয়ের দিন বাইআত	৪০০
হযরত মুজাশে' (রাঃ) ও তাহার ভাইয়ের বাইআত	৪০১
হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বাইআত	৪০১
ইসলামী আমলসমূহের উপর বাইআত গ্রহণ	৪০২
হযরত জারীর (রাঃ)এর বাইআত	৪০৩
হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের বাইআত	৪০৪
হযরত সাওবান (রাঃ)এর বাইআত	৪০৪
হযরত আবু যার (রাঃ)এর বাইআত	৪০৫
হযরত সাহ্‌ল (রাঃ) ও অন্যান্যদের বাইআত	৪০৬
আকাবায়ে উলার বাইআত	৪০৭

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিজরতের উপর বাইআত	৪০৮
খন্দকের দিন হিজরতের উপর বাইআত	৪০৮
নুসরতের উপর বাইআত	৪০৯
হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ)এর বাইআত	৪১৪
হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর বক্তব্য	৪১৫
জেহাদের উপর বাইআত	৪১৬
মৃত্যুবরণের উপর বাইআত	৪১৭
শোনা ও মানার উপর বাইআত	৪১৮
হযরত জারীর (রাঃ)এর বাইআত	৪১৯
হযরত উতবাহ ইবনে আব্দ (রাঃ)এর বাইআত	৪২০
মহিলাদের বাইআত	৪২০
হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ)এর বাইআত	৪২২
হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ (রাঃ)এর বাইআত	৪২৩
হযরত আয্যা বিনতে খাবিল (রাঃ)এর বাইআত	৪২৪
হযরত ফাতেমা ও তাহার বোন হিন্দ বিনতে উতবা (রাঃ)এর বাইআত	৪২৪
অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাইআত	৪২৯
খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)দের হাতে সাহাবা (রাঃ)দের বাইআত	৪২৯
হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে সাহাবা (রাঃ)দের বাইআত	৪৩১
হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত	৪৩২
হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফতের বাইআত	৪৩২

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করা	৪৩৫
নবী করীম (সাঃ)এর নবুওয়াত লাভকালের পরিবেশ ও পরিস্থিতি	৪৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান ও উহার জন্য নবী করীম (সাঃ)এর দুঃখ–কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা	৪৩৮
চাচার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন	৪৪০
কোরাইশদের পক্ষ হইতে যেসকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন	৪৪১
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বীরত্ব	৪৪৭
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পক্ষে আবুল বাখতারীর সাহায্য	৪৪৮
আবু জেহেল কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান	৪৫০
ওতাইবা ইবনে আবি লাহাব কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান	৪৫৩
প্রতিবেশী আবু লাহাব ও ওকবা কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান	৪৫৫
তায়েফের হৃদয়বিদারক ঘটনা	৪৫৬
ওহুদের দিন নবী করীম (সাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৬২
আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানে সাহাবা (রাঃ)দের দুঃখ–কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা	৪৬৫
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৬৫
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হিজরতের উদ্দেশ্যে হাবশার দিকে রওয়ানা	৪৭০
হযরত ওমর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৭৫
হযরত ওসমান (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৭৭
হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৭৭
হযরত যুবাইর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৭৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মুআযযিন হযরত বেলাল (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৮০
হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও তাহার পরিবারের কষ্ট সহ্য করা	৪৮৪

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৮৬
হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৪৮৯
হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর বোনের কষ্ট সহ্য করা	৪৯৪
হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৫০০
হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৫০৩
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা সাহমী (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা	৫০৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সাহাবা (রাঃ)দের কষ্ট সহ্য করা	৫০৬
হিজরতের পর মদীনায় সাহাবাদের (রাঃ)দের কষ্ট সহ্য করা	৫০৭
আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতে যাইয়া ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫০৯
নবী করীম (সাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫০৯
ক্ষুধার দরুন পেটে পাথর বাঁধা	৫১৪
পেট ভরিয়া খাওয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি	৫১৪
নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার আহলে বাইত এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ক্ষুধা (সহ্য করা)	৫১৫
হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫১৯
হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট	৫২১
হযরত মেকদাদ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের ক্ষুধার কষ্ট	৫২১
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫২৪
হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫২৯
সাধারণ সাহাবা (রাঃ)দের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫৩০
হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
তেহামার যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা	৫৩৬
এক মহিলার প্রতি জুমআয় খানা খাওয়াইবার ঘটনা	৫৩৭
জেহাদের সফরে পঙ্গপাল খাওয়া	৫৩৮
জীবনে প্রথম গমের রুটি খাওয়া	৫৩৮
আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে পিপাসার কষ্ট সহ্য করা	৫৩৯
ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিন সাহাবী (রাঃ)এর পিপাসার কষ্ট সহ্য করা	৫৪০
আল্লাহর রাস্তায় পিপাসার কষ্ট সহ্য করার অপর একটি ঘটনা	৫৪০
আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে শীতের কষ্ট সহ্য করা	৫৪১
আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে কাপড়ের অভাব সহ্য করা	৫৪২
হযরত হামযা (রাঃ)এর কাফন	৫৪২
হযরত শুরাহবীল (রাঃ)এর ঘটনা	৫৪২
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কাপড়ের অভাব সহ্য করা	৫৪৩
হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর কাপড়ের অভাব	৫৪৪
সাহাবা (রাঃ)দের পশমের কাপড় পরিধান করা	৫৪৪
আসহাবে সুফ্‌ফাদের কাপড়ের অভাব	৫৪৫
আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে ভয়–ভীতি সহ্য করা	৫৪৬
খন্দকের যুদ্ধে শীত, ক্ষুধা ও ভয়–ভীতি সহ্য করা	৫৪৬
আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে যখম ও রোগ–ব্যাধি সহ্য করা	৫৫২
হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)এর ঘটনা	৫৫৩
হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর ঘটনা	৫৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

হিজরত	৫৫৫
নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হিজরতের বিবরণ	৫৫৬
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মদীনায় আগমন ও আনসার (রাঃ)দের আনন্দ উৎসব	৫৬৮

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের হিজরত	৫৭২
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর হিজরত	৫৭৬
হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর হিজরত	৫৭৭
হযরত জা'ফর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের প্রথম হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরত	৫৭৮
হযরত আবু সালামা ও উম্মে সালামা (রাঃ)এর মদীনায় হিজরত	৫৯৮
হযরত সোহাইব ইবনে সিনান (রাঃ)এর হিজরত	৬০১
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর হিজরত	৬০৪
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর হিজরত	৬০৫
হযরত যামরা ইবনে আবুল ঈস অথবা ইবনে ঈসা(রাঃ)এর হিজরত	৬১০
হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)এর হিজরত	৬১২
বনু আসলাম গোত্রের হিজরত	৬১৩
হযরত জুনাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রাঃ)এর হিজরত	৬১৩
হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ও অন্যান্যদের হিজরত সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে	৬১৪
মহিলা ও শিশুদের হিজরত	৬১৬
নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবারবর্গের হিজরত	৬১৬
আবু লাহাবের মেয়ে হযরত দুররা (রাঃ)এর হিজরত	৬২২
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য শিশুদের হিজরত	৬২৩

পঞ্চম অধ্যায়

নুসরাত	৬২৫
আনসার (রাঃ)দের দ্বীনের নুসরাত বা সাহায্যের সূচনা	৬২৬
আনসারদের বিষয়ে কবিতা	৬৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	৬৩২
হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)এর ঘটনা	৬৩২
মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে একে অন্যের উত্তরাধিকার লাভ	৬৩৩
মুহাজিরদের জন্য আনসারদের অর্থ-সম্পদ দ্বারা সহানুভূতি	৬৩৪
ইসলামের সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে আনসারগণ কিরূপে জাহিলিয়াতের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়াছেন	৬৩৭
ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা	৬৩৭
ইহুদী সর্দার আবু রাফে' সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক এর হত্যার ঘটনা	৬৪১
ইহুদী ইবনে শাইবার হত্যার ঘটনা	৬৪৭
বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইযার যুদ্ধসমূহ এবং উহাতে আনসারদের কৃতিত্ব	৬৪৮
বনু কায়নুকার ঘটনা	৬৪৮
বনু নাযীর এর ঘটনা	৬৫৩
বনু কোরাইযার ঘটনা	৬৫৬
দ্বীনী মর্যাদার উপর আনসার (রাঃ)দের গর্ব প্রকাশ	৬৬১
আনসার (রাঃ)দের দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে সবর এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর উপর সন্তুষ্টি	৬৬২
মক্কা বিজয়ে আনসার (রাঃ)দের ঘটনা	৬৬২
হুনাইনের যুদ্ধে আনসারদের ঘটনা	৬৬৬
আনসারদের গুণাবলী	৬৭৩
হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর উক্তি	৬৭৪
আনসারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাহাদের খেদমত	৬৭৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত উসাঈদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)এর ঘটনা	৬৭৫
হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা	৬৭৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৬৭৯
হযরত জারীর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত	৬৮০
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)এর খেদমত	৬৮০
আনসারদের প্রয়োজনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রচেষ্টা	৬৮২
আনসারদের জন্য দোয়া	৬৮৫
খেলাফতের ব্যাপারে আনসারদের আত্মত্যাগ	৬৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

প্রথম খণ্ড

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর এতাআত বা আনুগত্য সম্পর্কে কোরআনের আয়াত

(১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ -

(الفاتحة ١-٧)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালারই উপযোগী—যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক, যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়, যিনি প্রতিফল দিবসের (অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের) মালিক ; আমরা আপনারই এবাদত করিতেছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগকে সরল পথ দেখান, সেই সকল লোকদের পথ—যাহাদিগকে আপনি নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাহাদের পথ নহে—যাহাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হইয়াছে, আর না তাহাদের পথ—যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

(২)

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ - (ال عمران ٥١)

অর্থ ঃ নিশ্চয়, আল্লাহ্ আমারও রব্ব তোমাদেরও রব্ব! সুতরাং তাঁহার এবাদত কর, ইহাই সরল পথ। (সূরা আল-এমরান, আয়াত-৫১)

(৩)

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰنِیْ رَبِّیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ - دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ - قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ - (الانعام ١٦٤-١٦١)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, আমার রব্ব আমাকে একটি সরল পথ দেখাইয়াছেন, ইহা একটি সুদৃঢ় ধর্ম, যাহা ইব্রাহীমের তরীকা—যাহাতে কোন প্রকার বক্রতা নাই এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলিয়া দিন, নিশ্চয়, আমার নামায এবং আমার কোরবানী এবং আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমার প্রতি ইহারই আদেশ হইয়াছে এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম (অনুগত)।

(সূরা আনআম, আয়াত ১৬১-১৬৪)

(৪)

قُلْ یٰاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا اِلَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ - (الاعراف ١٥٨)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, হে মানবসকল, আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল, যাঁহার পূর্ণ আধিপত্য রহিয়াছে আসমানসমূহে এবং যমীনে, তিনি ব্যতীত কেহই এবাদতের যোগ্য নহে, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং তাঁহার প্রেরিত নবীয়ে-উম্মীর প্রতিও—যিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখেন এবং তাঁহার অনুসরণ কর, যেন তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৮)

(৫)

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا - (النساء ٦٤)

অর্থ ঃ আর আমি পয়গাম্বরগণকে বিশেষ করিয়া এইজন্যই প্রেরণ করিয়াছি, যেন আল্লাহ্র আদেশে তাঁহাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তাহারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করিবার পর আপনার নিকট উপস্থিত হইত এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিত, আর রাসূলও তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেন, তবে অবশ্যই তাহারা আল্লাহ্কে তওবা কবুলকারী, করুণাময় পাইত। (সূরা নিসা, আয়াত-৬৪)

(৬)

یٰاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَاتَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ - (الانفال ٢٠)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন কর, আর সেই আদেশ পালনে বিমুখ হইও না, অথচ তোমরা ত শ্রবণ করিয়াই থাক। (সূরা আনফাল, আয়াত ২০)

www.BANGLAKITAB.com

(৭)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - (ال عمران ١٣٢)

অর্থ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়। (সূরা আল-এমরান, আয়াত-১৩২)

(৮)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - (الانفال ٤٦)

অর্থ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করিতে থাকিবে এবং আপোষে বিবাদ করিবে না, অন্যথায় সাহসহারা হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আর ধৈর্য ধারণ করিবে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

(সূরা আনফাল, আয়াত-৪৬)

(৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا - (النساء ٥٩)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা উপরস্থ তাহাদেরও। অনন্তর যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও তবে সেই বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর হাওয়ালা করিয়া দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এই বিষয়গুলি উত্তম এবং ইহার পরিণামও খুব ভাল। (সূরা নিসা, আয়াত-৫৯)

(১০)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -(النور ٥١-٥٢)

অর্থ ঃ ঈমানদারদের কথা ত ইহাই, যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাহাদের মীমাংসার জন্য তখন তাহারা বলিয়া দেয়—আমরা শুনিলাম এবং (আদেশ) মানিয়া লইলাম, আর এইরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের কথা মান্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে, এইরূপ লোকই সফলকাম হইবে।

(সূরা নূর, আয়াত ৫১-৫২)

(১১)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - (النور ٥٤-٥٥)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তাঁহার (রাসূলের) উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের

www.BANGLAKITAB.com

উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তাঁহার অনুগত থাক, তবে সুপথপ্রাপ্ত হইবে, আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছাইয়া দেওয়া। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে, আল্লাহ্ ওয়াদা দিতেছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করিয়াছেন উহাকে তাহাদের জন্য শক্তিশালী করিয়া দিবেন। আর তাহাদের এই ভয়-ভীতির পর উহাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করিয়া দিবেন, এই শর্তে যে, তাহারা আমার এবাদত করিতে থাকে আমার সহিত কোন প্রকার অংশী স্থির না করে, আর যাহারা ইহার পরও না-শোকরী করিবে, তবে ত তাহারাই নাফরমান। আর নামাযের পাবন্দী কর এবং যাকাত প্রদান কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি রহম করা যাইতে পারে। (সূরা নূর, আয়াত ৫৪-৫৬)

(১২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا - (الاحزاب ٧٠-٧١)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর এবং সুসঙ্গত কথা বল, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের আমলসমূহ কবুল করিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহকে মাফ করিয়া দিবেন ; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে মহান সফলতা লাভ করিবে।

(সূরা আহযাব, আয়াত-৭১)

(১৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ - (الانفال ٢٤)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ মান্য কর, যখন তিনি (রাসূল) তোমাদিগকে তোমাদের জীবন-সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন, আর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ ও তাহার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হইয়া যান এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ তায়ালারই সমীপে সমবেত হইতে হইবে।

(সূরা আনফাল, আয়াত-২৪)

(১৪)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ - (ال عمران ٣٢)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ্ ও রাসূলের। অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে (শুনিয়া রাখুক) আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

(সূরা আল-এমরান, আয়াত-৩২)

(১৫)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا - (النساء ٨٠)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করিয়াছে সে ত আল্লাহ্রই আনুগত্য করিল, আর যে ব্যক্তি বিমুখ থাকে, তবে আমি ত আপনাকে তাহাদের প্রতি রক্ষকরূপে প্রেরণ করি নাই। (সূরা নিসা, আয়াত-৮০)

(১৬)

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا - ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا - (النساء ٦٩-٧٠)

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হইবেন যাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ। আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর। ইহা অনুগ্রহ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এবং সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

(সূরা নিসা, আয়াত ৬৯–৭০)

(১৭)

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ – وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – (النساء ١٣–١٤)

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ বেহেশতসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তাহারা অনন্তকাল উহাতে অবস্থান করিবে ; আর ইহা বিরাট সফলতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের কথা অমান্য করিবে এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিয়া চলিবে, আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, এইরূপে যে, সে উহাতে অনন্তকাল থাকিবে এবং তাহার এইরূপ শাস্তি হইবে যাহাতে লাঞ্ছনাও রহিয়াছে। (সূরা নিসা, আয়াত ১৩–১৪)

(১৮)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ – اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ – الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ – اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ – (الانفال ١–٤)

অর্থ ঃ তাহারা আপনার নিকট গনীমতসমূহের বিধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, এই গনীমতসমূহ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য, অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর, আর আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। নিশ্চয় ঈমানদারগণ ত এইরূপ হয় যে, যখন (তাহাদের সম্মুখে) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের অন্তরসমূহ ভীত হইয়া পড়ে, আর যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়, আর তাহারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপর নির্ভর করে, যাহারা নামাযের পাবন্দী করে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে। ইহারাই সত্যিকার ঈমানদার ; ইহাদের জন্য রহিয়াছে উচ্চ পদসমূহ তাহাদের রব্বের নিকট, আর ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা আনফাল, আয়াত ১–৩)

(১৯)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَّاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ – (التوبة ٧١)

অর্থ ঃ আর ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তাহারা সৎ বিষয়ের আদেশ করে এবং অসৎ বিষয় হইতে বারণ করে, আর নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ মানিয়া চলে ; এই সমস্ত

WWW.BANGLAKITAB.COM

লোকের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা।

(সূরা তওবাহ্, আয়াত–৭১)

(২০)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – (ال عمران ٣١)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসা রাখ তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ্ খুব ক্ষমাশীল, বড় করুণাময়। (সূরা আল–এমরান, আয়াত–৩১)

(২১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا – (الاحزاب ٢١)

অর্থ ঃ আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে তোমাদের জন্য, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবস হইতে ভয় রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।

(সূরা আহযাব, আয়াত–২১)

(২২)

وَ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا – (الحشر ٧)

অর্থ ঃ আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন তাহা গ্রহণ কর আর যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।

(সূরা হাশর, আয়াত–৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করা এবং তাঁহার ও তাঁহার খলীফাদের অনুসরণ করা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আমাকে মান্য করিল সে আল্লাহকে মান্য করিল। আর যে আমাকে অমান্য করিল সে আল্লাহ্কে অমান্য করিল। আর যে আমার (নিযুক্ত করা) আমীরকে মান্য করিল সে আমাকে মান্য করিল এবং যে আমার (নিযুক্ত করা) আমীরকে অমান্য করিল সে আমাকে অমান্য করিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার প্রত্যেক উম্মাতই বেহেশতে প্রবেশ করিবে শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে অস্বীকার করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, অস্বীকার করিয়াছে এমন ব্যক্তি কে? বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করিয়াছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে আমাকে অমান্য করিয়াছে সে অস্বীকার করিয়াছে। (জামে')

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় কয়েকজন ফেরেশতা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং তাহারা (পরস্পর) বলিলেন, তোমাদের এই সঙ্গী সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে। তোমরা তাঁহার সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ কর। তাহাদের কেহ বলিলেন, তিনি ত ঘুমাইয়া আছেন। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু দিল জাগ্রত। অতঃপর তাহারা বলিলেন, তাঁহার উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর বানাইল এবং (খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া) উহার মধ্যে দস্তরখান সাজাইল ও একজনকে লোকজনদের ডাকিতে পাঠাইল। যে তাহার ডাকে সাড়া দিল সে ঘরে প্রবেশ করিল ও

www.BANGLAKITAB.com

দস্তরখান হইতে খাইল। আর যে তাহার ডাকে সাড়া দিল না সে ঘরে প্রবেশও করিল না দস্তরখান হইতে খাইলও না। ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, উদাহরণটি ব্যাখ্যা কর যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। তাহাদের কেহ বলিলেন, তিনি ঘুমাইয়া আছেন। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু দিল জাগ্রত। অতঃপর তাহারা বলিলেন, ঘর হইল বেহেশত, আর যাহাকে ডাকিতে পাঠান হইয়াছে তিনি হইলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মান্য করিয়াছে সে আল্লাহ্‌কে মান্য করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অমান্য করিয়াছে সে আল্লাহ্‌কে অমান্য করিয়াছে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। লোকদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ একদল তাঁহাকে মানিয়া বেহেশতে গেল, আর অপর দল না মানার কারণে দোযখে গেল।)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার এবং আমাকে যাহা কিছু দিয়া আল্লাহ্ তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন উহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তাহার কাওমের নিকট আসিয়া বলিল, হে আমার কাওম, আমি স্বচক্ষে বিপুল পরিমাণ শত্রুসৈন্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং আমি নিঃস্বার্থভাবে তোমাদিগকে উহা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি, সুতরাং তোমরা জলদি প্রাণরক্ষার পথ ধর, জলদি প্রাণরক্ষার পথ ধর! অতএব কাওমের একদল লোক তাহার কথা মানিয়া লইল এবং সন্ধ্যাবেলায়ই রওয়ানা হইয়া গেল ও ধীরে–সুস্থে পথ চলিয়া তাহারা রক্ষা পাইয়া গেল। আর অপরদল তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিল ও স্বস্থানে রহিয়া গেল। সকাল হইতেই শত্রুসৈন্য তাহাদের উপর আক্রমন করিল এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিল ও সমূলে বিনাশ করিয়া দিল। ইহা সেই (দুই) ব্যক্তির উদাহরণ—এক যে আমাকে মানিল এবং আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি

উহার অনুসরণ করিল। আর সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমাকে মানিল না এবং আমি যে দ্বীনে হক লইয়া আসিয়াছি উহাকে মিথ্যা মনে করিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছে আমার উম্মাতের মধ্যেও অবশ্যই তাহা ঘটিবে। (আমার উম্মতের অবস্থা তাহাদের সহিত এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে) যেমন জুতার জোড়া তৈয়ার করিতে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা হয়। এমনকি যদি তাহাদের মধ্যে কেহ আপন মায়ের সহিত প্রকাশ্যে ব্যভিচার করিয়া থাকে তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন লোক হইবে যে এরূপ কাজ করিবে। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছিল ; আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে একদল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাইবে। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই একদল কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা সেই পথের উপর থাকিবে যাহার উপর আমি ও আমার সাহাবা (রাঃ) রহিয়াছি। (তিরমীযী)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াইয়া আমাদের দিকে ফিরিলেন এবং আমাদিগকে এমন মর্মস্পর্শী ওয়াজ করিলেন, যাহাতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল ও দিল কম্পিত হইল। অতঃপর এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা ত বিদায় গ্রহণকারীর শেষ নসীহতের ন্যায় মনে হইতেছে ; কাজেই আপনি আমাদিগকে কোন্ কাজ বিশেষভাবে করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে ও আমীরের কথা শুনিবে ও মানিয়া চলিবে, যদিও (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। আর তোমাদের যে কেহ আমার পর জীবিত থাকিবে সে (লোকদের মধ্যে) অনেক মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। তখন তোমরা আমার ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকার উপর থাকিবে ;

www.BANGLAKITAB.com

উহাকে মজবুত করিয়া ধরিবে এবং দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আর মনগড়া বিষয় হইতে দূরে থাকিবে ; কারণ প্রত্যেক মনগড়া বিষয় বিদ্আত, আর প্রত্যেক বিদ্আত গোমরাহী।

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আমার পরওয়ারদিগারের নিকট আমার পর আমার সাহাবীদের পরস্পর মতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে বলিয়াছেন, হে মুহাম্মদ, তোমার সাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রতুল্য। যদিও উহাদের মধ্যে কোনটার আলো অপরটা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে তথাপি প্রত্যেকটার মধ্যে আলো রহিয়াছে। সুতরাং যদি তাহাদের কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয় তবে যে কেহ তাহাদের যে কোন মত অবলম্বন করিয়া চলিবে সে আমার নিকট হেদায়াতপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাহাদের যাহাকেই অনুসরণ করিবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে। (জামউল ফাওয়াইদ)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জানিনা আমি তোমাদের মাঝে কতদিন জীবিত থাকিব। অতঃপর হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার পরে এই দুইজনের অনুসরণ করিও ; আর আম্মারের চরিত্র অবলম্বন করিও ও ইবনে মাসউদ যাহা কিছু বর্ণনা করে উহাকে সত্য জানিও। (তিরমীযী)

হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কেহ আমার সুন্নাত হইতে এমন কোন সুন্নাত জিন্দা করিবে যাহা আমার পর মিটিয়া গিয়াছে সে ঐ সকল লোকদের সমপরিমাণ সওয়াব পাইবে যাহারা উহার উপর আমল করিয়াছে এবং ইহাতে আমলকারীদের সওয়াব কোন প্রকার কম হইবে না। আর যে কেহ এমন কোন গোমরাহীর তরীকা চালু করিবে

যাহার উপর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সন্তুষ্ট নহেন তবে সে ঐ সকল লোকদের সমপরিমাণ গুনাহের ভাগী হইবে যাহারা উহার উপর আমল করিয়াছে এবং ইহাতে আমলকারীদের গুনাহ কোন প্রকার কম হইবে না। (তিরমীযী)

হযরত আমর ইবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দ্বীন হেজাযের দিকে এমনভাবে গুটাইয়া আসিবে যেমন সাপ তাহার গর্তের দিকে গুটাইয়া আসে। আর দ্বীন হেজাযের ভিতর এমনভাবে তাহার আশ্রয় বানাইয়া লইবে যেমন পাহাড়ী বকরী (বাঘের ভয়ে) পাহাড়ের চূড়ায় তাহার আশ্রয় বানাইয়া লয়। আর দ্বীন প্রথমাবস্থায় অপরিচিত ছিল, পুনরায় প্রথমাবস্থার ন্যায় অপরিচিত হইয়া যাইবে। সুসংবাদ তাহাদের জন্য যাহারা (দ্বীনের কারণে লোকদের মধ্যে) অপরিচিত হইয়া যাইবে। আর তাহারা ঐ সকল লোক হইবে যাহারা আমার সেই সুন্নাতকে সংশোধন করিয়া দেয় যাহা আমার পর লোকেরা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। (তিরমীযী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, 'হে আমার বেটা, যদি পার সকাল–সন্ধ্যা (অর্থাৎ সারাক্ষণ) এমনভাবে কাটাইও যেন তোমার অন্তরে কাহারো প্রতি হিংসা–বিদ্বেষ না থাকে।' তারপর বলিলেন, 'ইহা আমার সুন্নাত, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসিল সে আমাকে ভালবাসিল এবং যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে।' (তিরমীযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মাত যখন (দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার দরুন) নষ্ট হইয়া যাইবে তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে। (বাইহাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে তাবারানী ও আবু নুআঈম বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, আমার উম্মাত যখন নষ্ট হইয়া যাইবে তখন

www.BANGLAKITAB.com

আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সওয়াব পাইবে।

হাকীম তিরমীযী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, আমার উম্মাতের এখতেলাফের অর্থাৎ মতানৈক্যের সময় আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে জ্বলন্ত কয়লা হাতে ধারণ করিয়াছে। (কান্য)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হইতে মুখ ফিরাইবে সে আমার দলভুক্ত নহে। অপর রেওয়ায়াতে এই হাদীসের প্রথমাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করিবে সে আমার দলভুক্ত। (মুসলিম, ইবনে আসাকির)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে দারাকুত্নী বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতকে মজবুত করিয়া ধরিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে যিন্দা করিল সে আমাকে মুহাব্বত করিল, আর যে আমাকে মুহাব্বত করিল সে আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে কোরআনের কতিপয় আয়াত

(১)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا - (الاحزاب ٤٠)

অর্থ ঃ মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর শেষ, আর আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন। (সূরা আহযাব, আয়াত–৪০)

(২)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا - وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا - (الاحزاب ٤٤-٤٥)

অর্থ ঃ হে নবী, নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

(সূরা আহযাব, আয়াত–৪৬)

(৩)

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا - لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا - (الفتح ٨-٩)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি, যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর ও তাঁহাকে সাহায্য কর এবং তাঁহাকে সম্মান কর ; আর তোমরা সকাল–সন্ধ্যায় তাহারই তসবীহ্ পাঠ করিতে থাক।

(সূরা ফাতাহ, আয়াত ৮–৯)

(৪)

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ -

(البقرة ١١٩)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি দোযখীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবেন না (সূরা বাকারা, আয়াত–১১৯)

www.BANGLAKITAB.com

(৫)

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَافِيْهَا نَذِيْرٌ -

(فاطر ٢٤)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি। আর কোন সম্প্রদায় এমন ছিল না যে, তাহাদের মধ্যে কোন ভীতিপ্রদর্শনকারী অতীত হয় নাই।

(সূরা ফাতির, আয়াত–২৪)

(৬)

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (سبا ٢٨)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। (সূরা সাবা, আয়াত–২৮)

(৭)

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - (الفرقان ٥٦)

অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি। (সূরা ফোরকান, আয়াত–৫৬)

(৮)

وَ مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (الانبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

(৯)

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ - (التوبة ٣٣)

অর্থ ঃ তিনিই তাঁহার রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যেন উহাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করিয়া দেন, যদিও মুশরিকগণ তাহা অপছন্দ করে। (সূরা আছছফ, আয়াত–৯)

(১০)

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ - (النحل ٨٩)

অর্থ ঃ আর সেইদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাহাদের মধ্যকার এক একজন সাক্ষী তাহাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিব এবং ইহাদের সকলের মোকাবেলায় আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ; আর আপনার প্রতি এই কোরআন নাযিল করিয়াছি—যাহা সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী এবং মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়াত ও বড় রহমত এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক।

(সূরা নাহাল, আয়াত–৮৯)

(১১)

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا - (البقره ١٤٣)

অর্থ ঃ আর এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করিয়াছি, যেন তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য আর রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারা, আয়াত–১৪৩)

www.BANGLAKITAB.com

(১২)

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا - رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا - (الطلاق ١٠-١١)

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের নিকট একটি উপদেশপত্র নাযিল করিয়াছেন, এমন একজন রাসূল (প্রেরণ করিয়াছেন) যিনি তোমাদিগকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ পড়িয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, যেন এমন লোকদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনয়ন করেন ; আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে এবং সৎকাজ করিবে, আল্লাহ তাহাকে (বেহেশতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তন্মধ্যে তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাকে উত্তম জীবিকা দান করিয়াছেন। (সূরা তালাক, আয়াত ১০–১১)

(১৩)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (ال عمران ١٦٤)

অর্থ ঃ আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের প্রতি তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন এক রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদিগকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনান এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকেন এবং কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে থাকেন এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্ব হইতে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আল এমরান, আয়াত–১৬৪)

(১৪)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ - فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ - (البقرة ١٥١-١٥٢)

অর্থ ঃ যেমন আমি প্রেরণ করিয়াছি তোমাদের মধ্যে এক রাসূল তোমাদেরই মধ্য হইতে। তিনি তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছেন এবং তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন, আর তোমাদিগকে কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় শিখাইতেছেন, আর তোমাদিগকে এমন বিষয় শিখাইতেছেন যাহার কিছুই তোমরা জানিতে না। অতএব (এই নেয়ামতের দরুন) তোমরা আমার স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব এবং আমার শোকর কর না–শোকরী করিও না। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫১–১৫২)

(১৫)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (التوبة ١٢٨)

অর্থ ঃ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন পয়গাম্বর, যাঁহার নিকট তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি দুর্বহ মনে হয়, যিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, দয়াময়। (সূরা তওবা, আয়াত–১২৮)

(১৬)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ

www.BANGLAKITAB.com

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ - (ال عمران ١٥٩)

অর্থ ঃ আল্লাহর রহমতেই আপনি তাহাদের জন্য কোমল হৃদয় হইয়াছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হইতেন তবে তাহারা আপনার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। সুতরাং আপনি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন, এবং কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ করুন, অতঃপর যখন আপনি সংকল্প দৃঢ় করিয়া লন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন—নিশ্চয়, আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।

(সূরা আল এমরান, আয়াত-১৫৯)

(১৭)

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (التوبة ٤٠)

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাহায্য না কর তবে আল্লাহ তায়ালা (ই তাঁহার সাহায্য করিবেন যেমন তিনি) তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন সেই সময় যখন কাফেররা তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দিয়াছিল—দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, সেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে বলিতেছিলেন, তুমি বিষন্ন হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ (-র সাহায্য) আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, অতঃপর আল্লাহ তাঁহার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করিলেন এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কথা (অর্থাৎ প্রচেষ্টা)কে নীচু করিয়া দিলেন, আর

আল্লাহর কলেমাই সমুন্নত রহিল, আর আল্লাহ তায়ালা প্রবল, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা তওবা, আয়াত-৪০)

(১৮)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَ عَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا - (الفتح ٢٩)

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁহার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোরতর, নিজেদের মধ্যে তাহারা পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদারত দেখিবেন। তাহাদের মুখমণ্ডলে রহিয়াছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাহাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাহাদের অবস্থা এরূপ, যেমন শস্য—সে (প্রথমে) স্বীয় অংকুর বাহির করিল, অতঃপর (জমি হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া) উহাকে শক্তিশালী করিল, অতঃপর শক্ত ও মজবুত হইল এবং উহা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গেল, ফলে উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল—যেন তাহাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করিয়া দেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেককাজ করিতেছে আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা আল ফতেহ, আয়াত ২৯)

(১৯)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ

www.BANGLAKITAB.com

الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَالَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الاعراف ١٥٧)

অর্থ ঃ যাহারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নবীয়ে-উম্মী, যাঁহাকে তাহারা লিখিত পায় নিজেদের নিকট তাওরাতে ও ইঞ্জীলে, তিনি তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করেন, আর পবিত্র বস্তুগুলিকে তাহাদের জন্য হালাল বলেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলিকে তাহাদের উপর হারাম করিয়া দেন এবং তাহাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ী ছিল উহা বিদুরিত করেন, অতএব যাহারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁহার সহযোগিতা ও তাঁহার সাহায্য করে এবং সেই নূর (কোরআন) এর অনুসরণ করে যাহা প্রেরিত হইয়াছে তাঁহার সহিত, এইরূপ লোকই পূর্ণ সফলকাম।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত-১৫৭)

সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যাহা বলিয়াছেন

(১)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - (التوبة ١١٧-١١٨)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা দয়া করিলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতি আর যাহারা নবীর অনুগামী হইয়াছিল সংকটময় মুহূর্তে, যখন তাহাদের মধ্যকার একদলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তৎপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অবস্থার প্রতি দয়া করিলেন ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়। আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতি ও (দয়া করিলেন) যাহাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হইয়াছিল ; যখন তাহাদের অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছিয়াছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল, আর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহ (-র পাকড়াও) হইতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে না তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; তৎপর তাহাদের অবস্থার প্রতি আল্লাহতায়ালা দয়া করিলেন যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতেও (আল্লাহর দিকে) রুজু থাকে; নিশ্চয়, আল্লাহতায়ালা অতিশয় দয়াশীল, করুণাময়।

(সূরা তওবা, আয়াত-১১৮)

(২)

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - (الفتح ١٨-١٩)

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল, আর তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাও জানিতেন, অনন্তর আল্লাহ তাহাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করিলেন আর তাহাদিগকে একটি আশু বিজয় দান করিলেন এবং প্রচুর গনীমতের মালও (দান করিয়াছেন) যাহা তাহারা গ্রহণ করিতেছে, আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল ফাত্হ, আয়াত ১৮-১৯)

WWW.BANGLAKITAB.COM

(৩)

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيْمُ – (التوبة ١٠٠)

অর্থ ঃ আর যে সকল মুহাজির এবং আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সকল লোক সরল অন্তরে তাহাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের প্রতি রাযী হইয়াছেন, আর তাহারা সকলে আল্লাহর প্রতি রাযী হইয়াছে, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, যাহাতে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; ইহা হইতেছে বিরাট সফলতা। (সূরা তওবা, আয়াত–১০০)

(৪)

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ – وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُالدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَاِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – (الحشر ٨–٩)

অর্থ ঃ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে) সেই অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের (বিশেষভাবে) হক রহিয়াছে যাহাদিগকে নিজেদের গৃহ ও ধনসম্পদ হইতে (বলপূর্বক) বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী, আর তাহারা আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করে, ইহারাই সত্যপরায়ণ ; আর তাহাদের (ও হক রহিয়াছে) যাহারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ, মদীনায়) এবং ঈমানের মধ্যে উহাদের (মুহাজিরদের

আগমনের) পূর্ব হইতে অটল রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে তাহাদিগকে ইহারা ভালবাসে, আর মুহাজিরগণ যাহা প্রাপ্ত হয় ইহারা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তাহারা ক্ষুধার্তই থাকে ; আর যে নিজের মনের কৃপণতা হইতে রক্ষিত থাকে, এইরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে। (সূরা হাশ্‌র, আয়াত ৮–৯)

(৫)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ – (الزمر ٢٣)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা অতি উৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করিয়াছেন, উহা এমন গ্রন্থ যে, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বার বার বর্ণিত হইয়াছে, যাহার কারণে স্বীয় রব্বের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহ এবং অন্তর কোমল হইয়া আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি মনোনিবেশকারী হইয়া পড়ে, উহা আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়াত, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা হেদায়াত করিয়া থাকেন, আর আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

(সূরা যুমার, আয়াত–২৩)

(৬)

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْابِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ – تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ – فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ – (السجدة ١٥–١٧)

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ত কেবল সেই সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে যাহাদিগকে আমার আয়াতসমূহ যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজদায় পতিত হয় এবং স্বীয় রব্বের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাহারা অহংকার করে না। তাহাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে, তাহারা আশায় এবং ভয়ে আপন রব্বকে ডাকিতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করে। অতএব কাহারো জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কত কিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে, ইহা তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

(সূরা সিজদা, আয়াত ১৫–১৭)

(৭)

وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ – وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ – وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ – وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ –

(الشورى ٣٦-٣٩)

অর্থ ঃ আর যাহা কিছু আল্লাহর নিকট আছে তাহা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিকতর স্থায়ী, ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং স্বীয় রব্বের উপর নির্ভর করে, আর যাহারা কবীরা গুনাহসমূহ হইতে এবং (তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া) অশ্লীল বিষয়সমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকে, আর যখন তাহাদের ক্রোধের উদ্ভব হয় তখন তাহারা ক্ষমা করে, আর যাহারা স্বীয় রব্বের নির্দেশ মানিয়াছে এবং নামাযের পাবন্দ রহিয়াছে, আর তাহাদের প্রত্যেক কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহারা উহা হইতে ব্যয় করে এবং যাহারা এইরূপ যে, যখন

তাহাদের প্রতি (কাহারও তরফ হইতে) কোন উৎপীড়ন পৌঁছে তখন (তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণে) সমান প্রতিশোধ লয়।

(সূরা শুরা, আয়াত ৩৬–৩৯)

(৮)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا – لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا – (الاحزاب ٢٣-٢٤)

অর্থ ঃ সেই মুমিনদের মধ্যকার কতক লোক এমনও আছে যে, তাহারা আল্লাহর সহিত যে কথার অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছে, অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের (শাহাদাতের) মান্নত পূর্ণ করিয়াছে, আর তাহাদের কতক লোক আগ্রহান্বিত রহিয়াছে এবং তাহারা (নিজেদের সঙ্কল্পকে) একটুও পরিবর্তন করে নাই। এই ঘটনাটি এইজন্য ঘটিয়াছিল, যেন আল্লাহ সত্যপরায়ণদিগকে তাহাদের সত্যপরায়ণতার বিনিময় প্রদান করেন এবং মুনাফিকদিগকে ইচ্ছা করিলে শাস্তি প্রদান করিবেন, কিংবা তাহাদিগকে তওবার তওফীক দিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা আহযাব, আয়াত ২৩–২৪)

(৯)

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ – (الزمر ٩)

অর্থ ঃ আচ্ছা, (মুশরিকরা কি সেই ব্যক্তির সমান?) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় এবাদত করিতে থাকে,

www.BANGLAKITAB.com

আখেরাতকে ভয় করে এবং স্বীয় রব্বের রহমতের প্রত্যাশা করে ; আপনি বলুন যে, যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা অজ্ঞ তাহারা কি সমান হইতে পারে? (সূরা যুমার, আয়াত–৯)

পূর্বেকার আসমানী কিতাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের আলোচনা

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, অবশ্যই, খোদার কসম তাঁহার যে সকল গুণাবলী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে তাওরাতেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন—হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী ও উম্মীদের (অর্থাৎ আরবদের) রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল, আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল রাখিয়াছি। তিনি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় নহেন, বাজারে শোরগোলকারীও নহেন এবং মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং মাফ ও ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নিবেন না যতক্ষণ না মানুষ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িয়া বক্রদ্বীনকে সোজা করিয়া লইবে। (অর্থাৎ দ্বীনে ইবরাহীমকে পরিবর্তন করিয়া তাহারা যে বাঁকাপথে চলিয়াছে উহা ছাড়িয়া সেরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ সরল ও সোজা পথে চলিতে আরম্ভ না করিবে।) তাঁহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অন্ধ চক্ষু ও বধীর কান এবং রুদ্ধ দিলের আবরণ মুক্ত করিবেন। (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা বক্রদ্বীনকে সোজা না করিয়া তাঁহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইবেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) এরূপ উল্লেখ

করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যাবূর কিতাবে হযরত দাউদ (আঃ)এর উপর এই ওহী নাযিল করিয়াছেন, "হে দাউদ, তোমার পর অতিসত্বর এক নবী আসিবেন, যাঁহার নাম আহমাদ ও মুহাম্মাদ হইবে, তিনি সত্যবাদী ও সাইয়্যেদ হইবেন। আমি তাঁহার প্রতি কখনও নারায হইব না, আর তিনিও কখনও আমাকে নারায করিবেন না। আমি তাঁহার অগ্র–পশ্চাতের সকল ভুল–ভ্রান্তি করিবার পূর্বেই মাফ করিয়া দিয়াছি। তাঁহার উম্মাত আমার রহমতপ্রাপ্ত, আমি তাহাদিগকে ঐ সকল নফল কার্য দান করিয়াছি যাহা নবীদিগকে দান করিয়াছি এবং তাহাদের উপর ঐসকল কার্য ফরয করিয়াছি যাহা নবী ও রাসূলগণের উপর ফরয করিয়াছি। অতএব তাহারা কেয়ামতের দিন আমার নিকট এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের নূর নবীদের নূরের ন্যায় হইবে।" এইরূপে অনেক কথা আলোচনার পর অবশেষে বলিয়াছেন, "হে দাউদ, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাতকে সকল উম্মাতের উপর সম্মান দান করিয়াছি। (বিদায়াহ)

সাঈদ ইবনে আবি হেলাল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) হযরত কা'ব (রহঃ)কে বলিলেন, আমাকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার উম্মাতের গুণাগুণ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে (অর্থাৎ তাওরাতে) তাহাদের সম্পর্কে এরূপ পাইয়াছি, "আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাত অত্যাধিক প্রশংসাকারী হইবে, তাহারা ভাল–মন্দ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (উঠিতে) তাহারা আল্লাহু আকবার বলিবে এবং প্রত্যেক নিচু জায়গায় (নামিতে) তাহারা সুবহানাল্লাহ পড়িবে। তাহাদের আযানের ধ্বনি আকাশে–বাতাসে ধ্বনিত হইবে। পাথরের উপর মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের ন্যায় নামাযের মধ্যে তাহাদের (কোরআন পাঠের) মৃদু গুঞ্জন (শ্রুত) হইবে। ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় তাহারা নামাযে কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে। নামাযের কাতারের

www.BANGLAKITAB.com

ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে তাহারা কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে। যখন তাহারা আল্লাহর রাহে জেহাদে বাহির হইবে তখন তাহাদের সম্মুখে ও পিছনে মজবুত বর্শা হাতে ফেরেশতাগণ থাকিবে। আর যখন তাহারা যুদ্ধের ময়দানে কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর এমনভাবে ছায়া করিবেন—বলিয়া হযরত কা'ব (রহঃ) দুইহাত প্রসারিত করিয়া দেখাইলেন—যেমন শকুন তাহার বাসার উপর ছায়া করিয়া থাকে। তাহারা কখনও যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না।

(আবু নুআঈম)

হযরত কা'ব (রহঃ) হইতে অনুরূপ এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার উম্মাত অত্যাধিক প্রশংসাকারী হইবে, তাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে এবং প্রত্যেক উঁচুস্থানে আল্লাহু আকবার বলিবে। (নামায ইত্যাদি এবাদতের সময় নির্ধারণের জন্য) সূর্যের খেয়াল রাখিবে। ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় হইলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত আদায় করিবে। কোমরের মধ্যস্থলে লুঙ্গী বাঁধিবে এবং অযূর মধ্যে আপন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ধৌত করিবে।

(আবু নুআঈম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠন ও গুণাবলী সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমার মামা হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালাহ (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠন ও গুণাবলী অত্যাধিক ও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেন। আমার একান্ত আগ্রহ হইল যে, তিনি উহা হইতে আমাকেও কিছু বর্ণনা করিয়া শুনান যাহাতে আমি উহা হৃদয়ে গাঁথিয়া উহার উপর আমল করিতে পারি। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় হযরত হাসান (রাঃ)এর বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল

বিধায় তিনি তাঁহার শারীরিক গঠন ও গুণাবলী ভালরূপে স্মৃতিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন না।) সুতরাং আমি তাহাকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বগুণে গুণান্বিত অতি মহৎ ছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টিতেও তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল ছিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করিত। মাঝারি গড়ন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে কিছুটা লম্বা আবার অতি লম্বা হইতে খাট ছিলেন।

মাথা মুবারক সুসঙ্গতভাবে বড় ছিল। কেশ মুবারক সামান্য কুঞ্চিত ছিল, মাথার চুলে অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাআপনি সিঁথি হইয়া গেলে সেইভাবেই রাখিতেন, অন্যথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সিঁথি তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেন না। (অর্থাৎ চিরুনী ইত্যাদি না থাকিলে এরূপ করিতেন। আর চিরুনী থাকিলে ইচ্ছাকৃত সিঁথি তৈয়ার করিতেন।) কেশ মুবারক লম্বা হইলে কানের লতি অতিক্রম করিয়া যাইত। শরীর মুবারকের রঙ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল আর ললাট ছিল প্রশস্ত। ভ্রুদ্বয় বক্র, সরু ও ঘন ছিল। উভয় ভ্রু পৃথক পৃথক ছিল, মাঝখানে সংযুক্ত ছিল না। ভ্রুদ্বয়ের মাঝে একটি রগ ছিল যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত।

তাঁহার নাসিকা উঁচু ছিল যাহার উপর একপ্রকার নূর ও চমক ছিল। যে প্রথম দেখিত সে তাঁহাকে উঁচু নাকওয়ালা ধারণা করিত। কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিত যে, সৌন্দর্য ও চমকের দরুন উঁচু মনে হইতেছে আসলে উঁচু নয়। দাড়ি মুবারক ভরপুর ও ঘন ছিল। চোখের মণি ছিল অত্যন্ত কাল। তাঁহার গণ্ডদেশ সমতল ও হালকা ছিল এবং গোশত ঝুলন্ত ছিল না। তাঁহার মুখ সুসঙ্গতপূর্ণ প্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ সংকীর্ণ ছিল না)। তাঁহার দাঁত মুবারক চিকন ও মসৃণ ছিল এবং সামনের দাঁতগুলির মাঝে কিছু কিছু ফাঁক ছিল। বুক হইতে নাভী পর্যন্ত চুলের একটি রেখা ছিল।

তাঁহার গ্রীবা মুবারক মূর্তির গ্রীবার ন্যায় সুন্দর ও সরু ছিল। উহার রঙ ছিল রূপার ন্যায় সুন্দর ও স্বচ্ছ। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ

www.BANGLAKITAB.com

সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মাংসল ছিল। আর শরীর ছিল সুঠাম। তাঁহার পেট ও বুক ছিল সমতল এবং বুক ছিল প্রশস্ত। উভয় কাঁধের মাঝখানে বেশ ব্যবধান ছিল। গ্রন্থির হাড়সমূহ শক্ত ও বড় ছিল (যাহা শক্তি সামর্থ্যের একটি প্রমাণ)। শরীরের যে অংশে কাপড় থাকিত না তাহা উজ্জ্বল দেখাইত ; কাপড়ে আবৃত অংশের ত কথাই নাই। বুক হইতে নাভী পর্যন্ত চুলের সরু রেখা ছিল। ইহা ব্যতীত বুকের উভয় অংশ ও পেট কেশমুক্ত ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে চুল ছিল। তাঁহার হাতের কবজি দীর্ঘ এবং হাতের তালু প্রশস্ত ছিল।

শরীরের হাড়গুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সোজা ছিল। হাতের তালু ও উভয় পা কোমল ও মাংসল ছিল। হাত পায়ের অঙ্গুলিগুলি পরিমিত লম্বা ছিল। পায়ের তালু কিছুটা গভীর এবং কদম মুবারক এরূপ সমতল ছিল যে, পরিচ্ছন্নতা ও মসৃণতার দরুন পানি আটকাইয়া থাকিত না, সঙ্গে সঙ্গে গড়াইয়া পড়িত। তিনি যখন পথ চলিতেন তখন শক্তি সহকারে পা তুলিতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলিতেন, পা মাটির উপর সজোরে না পড়িয়া আস্তে পড়িত। তাঁহার চলার গতি ছিল দ্রুত এবং পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইত, ছোট ছোট কদমে চলিতেন না। চলার সময় মনে হইত যেন তিনি উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতেছেন। যখন কোন দিকে মুখ ঘুরাইতেন তখন সম্পূর্ণ শরীরসহ ঘুরাইতেন। তাঁহার দৃষ্টি নত থাকিত এবং আকাশ অপেক্ষা মাটির দিকে অধিক নিবদ্ধ থাকিত। সাধারণত চোখের এক পার্শ্ব দিয়া তাকাইতেন। অর্থাৎ লজ্জা ও শরমের দরুন কাহারো প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি খুলিয়া তাকাইতে পারিতেন না।) চলিবার সময় তিনি সাহাবীগণকে সামনে রাখিয়া নিজে পিছনে থাকিতেন। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি অগ্রে সালাম করিতেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, আমি আমার মামাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা কিরূপ ছিল, তাহা আমাকে শুনান। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় মশগুল থাকিতেন। সর্বক্ষণ (উম্মাতের কল্যাণের কথা) ভাবিতেন। দুনিয়াবী জিনিসের মধ্যে তিনি কোন প্রকার শান্তি ও স্বস্তি পাইতেন না। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলিতেন না, অধিকাংশ সময় চুপ থাকিতেন। তিনি আদ্যপান্ত মুখ ভরিয়া কথা বলিতেন। (জিহ্বার কোণ দিয়া চাপা ভাষায় কথা বলিতেন না যে, অর্ধেক উচ্চারিত হইবে আর অর্ধেক মুখের ভিতর থাকিয়া যাইবে ; যেমন আজকাল অহংকারীরা করিয়া থাকে।)

তিনি এমন সারগর্ভ ভাষায় কথা বলিতেন, যাহাতে শব্দ কম কিন্তু অর্থ বেশী থাকিত। তাঁহার কথা একটি অপরটি হইতে পৃথক হইত। অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কথা বলিতেন না, আবার প্রয়োজন অপেক্ষা এরূপ কমও না যে, উদ্দেশ্যই পরিষ্কার বুঝা যায় না। তিনি নরম মেজাজী ছিলেন, কঠোর মেজাজী ছিলেন না এবং কাহাকেও হেয় করিতেন না। আল্লাহর নেয়ামত যত সামান্যই হোক না কেন তিনি উহাকে বড় মনে করিতেন। না উহার নিন্দা করিতেন আর না মাত্রারিক্ত প্রশংসা করিতেন। (নিন্দা না করার কারণ ত পরিষ্কার, যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। আর অতিরিক্ত প্রশংসা না করার কারণ হইল এই যে, ইহাতে লোভ হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।) দ্বীনি বিষয় ও হকের উপর হস্তক্ষেপ করা হইলে তাঁহার গোস্বার সামনে কেহ টিকিতে পারিত না, যতক্ষণ না তিনি উহার প্রতিকার করিতেন (তাঁহার গোস্বা ঠাণ্ডা হইত না)।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি দুনিয়া বা দুনিয়ার কোন বিষয়ে রাগান্বিত হইতেন না। (কারণ তাহার দৃষ্টিতে দুনিয়া ও দুনিয়াবী বিষয়ের কোন গুরুত্ব ছিল না।) তবে দ্বীনি বিষয় বা হকের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিলে (গোস্বার দরুন তাঁহার চেহারা এরূপ পরিবর্তন হইয়া যাইত যে,) তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিত না এবং তাঁহার গোস্বার সামনে কিছুই টিকিত না, আর কেহ উহা রোধও করিতে পারিত না, যে পর্যন্ত তিনি উহার প্রতিকার না করিতেন। তিনি নিজের জন্য কখনও কাহারও প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

অসন্তুষ্ট হইতেন না এবং নিজের জন্য প্রতিশোধও লইতেন না। যখন কোন কারণে কোন দিকে ইশারা করিতেন, তখন সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করিতেন। (বিনয়ের খেলাপ বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিতেন না, অথবা অঙ্গুলি দ্বারা শুধু তওহীদের প্রতি ইশারা করিতেন বলিয়া অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ হাতের দ্বারা ইশারা করিতেন।)

তিনি আশ্চর্যবোধকালে হাত মুবারক উল্টাইয়া দিতেন। কথা বলার সময় কখনও (কথার সঙ্গে) হাত নাড়িতেন, কখনও ডান হাতের তালু দ্বারা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে আঘাত করিতেন। কাহারো প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন ও অমনোযোগিতা প্রকাশ করিতেন অথবা তাহাকে মা'ফ করিয়া দিতেন। যখন খুশী হইতেন তখন লজ্জায় চোখ নিচু করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অধিকাংশ হাসি মুচকি হাসি হইত। আর সেই সময় তাঁহার দাঁত মুবারক শিলার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল দেখাইত।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সকল গুণাবলী (আমার ভাই–) হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)এর নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু পরে যখন আমি তাহার নিকট উহা বর্ণনা করিলাম, তখন দেখিলাম তিনি আমার পূর্বেই মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছেন এবং আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তিনি সেই সবই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি পিতার নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করা, ঘর হইতে বাহির হওয়া, মজলিশে বসা ও তাঁহার অন্যান্য তরীকা সম্পর্কে কোন কিছুই ছাড়েন নাই, সবই জানিয়া লইয়াছেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে (অর্থাৎ আহার–নিদ্রা ইত্যাদির জন্য) ঘরে যাইতেন।

এই ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার ঘরে থাকাকালীন সময়কে তিনভাগে ভাগ করিতেন—

(১) একভাগ আল্লাহ তায়ালার এবাদতের জন্য।

(২) একভাগ পরিবার পরিজনের হক আদায়ের জন্য।

(৩) একভাগ নিজের (আরাম ও বিশ্রাম ইত্যাদির) জন্য।

তারপর নিজের অংশকেও নিজের মধ্যে ও (উম্মাতের) অন্যান্য লোকজনের মধ্যে দুইভাগ করিতেন। অন্যান্যদের জন্য যে ভাগ হইত, উহাতে অবশ্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার কথাবার্তা সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছিত। তিনি তাহাদের নিকট (দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারের) কোন জিনিসই গোপন করিতেন না। (বরং নির্দ্বিধায় সবরকমের উপকারী কথা বলিয়া দিতেন।) উম্মাতের এই অংশে তিনি জ্ঞানী–গুণীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিতেন এবং এই সময়কে তিনি তাহাদের মধ্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে বন্টন করিতেন। তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ একটি প্রয়োজন, কেহ দুইটি এবং কেহ অনেক প্রয়োজন লইয়া আসিত। তিনি তাহাদের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী হইতেন এবং তাহাদিগকে এমন কাজে মশগুল করিতেন যাহাতে তাহাদের ও পুরা উম্মাতের সংশোধন ও উপকার হয়। তিনি তাহাদের নিকট সাধারণ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন ও প্রয়োজনীয় কথা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের যাহারা উপস্থিত তাহারা যেন আমার কথাগুলি অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

তিনি আরও বলিতেন, যাহারা (কোন কারণবশতঃ যেমন—পর্দা, দূরত্ব, লজ্জা ও দুর্বলতা ইত্যাদির দরুন) আমার নিকট তাহাদের প্রয়োজন পেশ করিতে পারে না তোমরা তাহাদের প্রয়োজন আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। কারণ, যে ব্যক্তি এমন লোকের প্রয়োজন কোন ক্ষমতাসীনের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় যে নিজে পৌঁছাইবার ক্ষমতা রাখে না আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে দৃঢ়পদ রাখিবেন। রাসূলুল্লাহ

WWW.BANGLAKITAB.COM

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সকল (উপকারী ও প্রয়োজনীয়) বিষয়েরই আলোচনা হইত এবং ইহার বিপরীত অন্য কোন বিষয়কে তিনি গ্রহণ করিতেন না। (অর্থাৎ জনসাধারণের প্রয়োজন ও উপকারী বিষয় ব্যতীত অন্য বাজে বিষয়াদি তিনি শুনিতেনও না।) সাহাবা (রাঃ) তাঁহার নিকট (দ্বীনি বিষয়ের) প্রার্থী হইয়া আসিতেন এবং কিছু না কিছু খাইয়াই ফিরিতেন। (অর্থাৎ, তিনি যেমন জ্ঞান দান করিতেন তেমনই কিছু না কিছু খাওয়াইতেনও।) আর তাহারা তাঁহার নিকট হইতে কল্যাণের পথে মশাল ও দিশারী হইয়া বাহির হইতেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত নিজের যবানকে ব্যবহার করিতেন না। আগত ব্যক্তিদের মন রক্ষা করিতেন, তাহাদিগকে আপন করিতেন, বিচ্ছিন্ন করিতেন না। (অর্থাৎ—এমন ব্যবহার করিতেন না যাহাতে তাহারা ভাগিয়া যায় অথবা দ্বীনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া যায়।) প্রত্যেক কওমের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করিতেন এবং তাহাকেই তাহাদের অভিভাবক বা সরদার নিযুক্ত করিয়া দিতেন। লোকদেরকে তাহাদের ক্ষতিকর জিনিস হইতে সতর্ক করিতেন বা লোকদেরকে পরস্পর মেলামেশায় সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিতেন আর নিজেও সতর্ক ও সাবধান থাকিতেন।

এতদসত্ত্বেও তিনি কাহারও জন্য চেহারার প্রসন্নতা ও আপন সদাচারের কোন পরিবর্তন করিতেন না। আপন সাহাবীদের খোঁজখবর লইতেন। লোকদের পারস্পরিক হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন ও উহার সংশোধন করিতেন। ভালকে ভাল বলিতেন ও উহার পক্ষে মদদ যোগাইতেন। খারাপকে খারাপ বলিতেন ও উহাকে প্রতিহত করিতেন। প্রত্যেক বিষয়ে সমতা রক্ষা করিতেন। আগে এক রকম, পরে আরেক রকম এরূপ করিতেন না। সর্বদা লোকদের সংশোধনের প্রতি খেয়াল

রাখিতেন যাহাতে তাহারা দ্বীনের কাজে অমনোযোগী না হয় বা হকপথ হইতে সরিয়া না যায়। প্রত্যেক অবস্থার জন্য তাঁহার নিকট একটি বিশেষ বিধি নিয়ম ছিল। হক কাজে ত্রুটি করিতেন না, আবার সীমালংঘনও করিতেন না।

লোকদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গরাই তাঁহার নিকটবর্তী থাকিতেন। তাহাদের মধ্যে সেই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত যে লোকদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী হইত এবং তাঁহার নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল সেই হইত যে লোকদের জন্য সর্বাধিক সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হইত।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিতে বসিতে আল্লাহর যিকির করিতেন। তিনি নিজের জন্য কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করিতেন না এবং অন্য কাহাকেও এরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। কোন মজলিসে উপস্থিত হইলে, যেখানেই জায়গা পাইতেন বসিয়া যাইতেন এবং অন্যদেরকেও এরূপ করিতে আদেশ করিতেন। তিনি মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য অংশ দিতেন। (অর্থাৎ প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য হাসিমুখে কথাবার্তা বলিতেন।) তাঁহার মজলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করিত যে, তিনি তাহাকেই সবার অপেক্ষা বেশী সম্মান করিতেছেন। যে কেহ কোন প্রয়োজনে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিত অথবা তাঁহার সহিত দাঁড়াইত, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, যতক্ষণ না সে নিজেই উঠিয়া যাইত বা চলিয়া যাইত। কেহ কোন জিনিস চাহিলে তিনি দান করিতেন অথবা (না থাকিলে) নরম ভাষায় জবাব দিয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদা হাসিমুখ সাধারণভাবে সকলের জন্য ছিল। তিনি (স্নেহ–মমতায়) সকলের জন্য

WWW.BANGLAKITAB.COM

পিতা সমতুল্য ছিলেন। হকের বা অধিকারের বেলায় সকলেই তাঁহার নিকট সমান ছিল। তাঁহার মজলিস ছিল সহনশীলতা ও লজ্জাশীলতা এবং ধৈর্য ও আমানতদারীর এক অপরূপ নমুনা। তাঁহার মজলিসে কেহ উচ্চস্বরে কথা বলিত না, কাহারো ইজ্জতহানি করা হইত না। প্রথমতঃ তাঁহার মজলিসে সকলেই সংযত হইয়া বসিতেন যাহাতে কোন প্রকার দোষত্রুটি না ঘটে, তথাপি কাহারো দোষত্রুটি হইলে উহা লইয়া সমালোচনা বা উহার প্রচার করা হইত না। মজলিসের সকলেই পরস্পর সমঅধিকার লাভ করিতেন। (বংশ মর্যাদা লইয়া একে অপরের উপর অহংকার করিতেন না।) তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে একে অপরের উপর মর্যাদা লাভ করিতেন। একে অপরের প্রতি বিনয়–নম্র ব্যবহার করিতেন। তাহারা বড়দের সম্মান করিতেন, ছোটদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, অভাবগ্রস্তদের প্রাধান্য দিতেন ও অপরিচিত মুসাফিরদের খাতির–যত্ন করিতেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মজলিসের লোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা হাসি–খুশি থাকিতেন, নম্র স্বভাবের ছিলেন, সহজেই অন্যান্যদের সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেন। তিনি রূঢ় ও কঠোর ছিলেন না। চীৎকার করিয়া কথা বলিতেন না। না অশ্লীল কথা বলিতেন, আর না কাহাকেও দোষারোপ করিতেন। অধিক হাসি–ঠাট্টা করিতেন না। মর্জির খেলাফ বিষয় হইলে মনোযোগ সরাইয়া নিতেন, কিন্তু মর্জির খেলাফ কেহ কিছু আশা করিলে তাহাকে একেবারে নিরাশ ও বঞ্চিত করিতেন না। (বরং কিছু না কিছু দিয়া দিতেন বা কোন সান্ত্বনার কথা বলিয়া দিতেন।)

তিনি নিজেকে তিনটি বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক—ঝগড়া–বিবাদ, দুই—বেশী কথা বলা, তিন—অনর্থক বিষয়াদি হইতে।

অনুরূপ তিনটি বিষয় হইতে অন্যকেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক—তিনি কাহারো নিন্দা করিতেন না, দুই—কাহাকেও লজ্জা দিতেন না, তিন—কাহারো দোষ তালাশ করিতেন না। তিনি এমন কথাই বলিতেন যাহাতে সওয়াব পাওয়া যায়। যখন তিনি কথা বলিতেন, তখন উপস্থিত সাহাবা (রাঃ) এমনভাবে মাথা ঝুঁকাইয়া বসিতেন যেন তাহাদের মাথায় পাখী বসিয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ এমনভাবে স্থির হইয়া থাকিতেন যেন সামান্য নড়াচড়া করিলেই মাথার উপর হইতে পাখী উড়িয়া যাইবে।)

যখন তিনি কথা বলিতেন তাহারা চুপ থাকিতেন আর যখন তিনি (কথা শেষ করিয়া) চুপ করিতেন, তখন তাহারা কথা বলিতেন। (অর্থাৎ তাঁহার কথার মাঝখানে তাহারা কথা বলিতেন না।) তাহারা কোন বিষয় লইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কাটাকাটি করিতেন না। যে কথা শুনিয়া সকলে হাসিতেন, তিনিও উহাতে হাসিতেন, যে বিষয়ে সকলে বিস্ময়বোধ করিতেন তিনিও উহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। অপরিচিত মুসাফিরের রুক্ষ কথাবার্তা ও অসংলগ্ন প্রশ্নাবলীর উপর ধৈর্যধারণ করিতেন। (অপরিচিত মুসাফিরগণ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করিত বলিয়া) তাঁহার সাহাবীগণ এরূপ মুসাফিরদিগকে তাঁহার মজলিসে লইয়া আসিতেন। (যাহাতে তাহাদের প্রশ্নাবলীর দ্বারা নতুন বিষয় জানা যায়)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, কোন অভাবী ব্যক্তিকে দেখিলে তাহাকে সাহায্য করিবে। কেহ সামনাসামনি তাঁহার প্রশংসা করুক, তিনি তাহা পছন্দ করিতেন না, তবে কেহ তাঁহার এহসানের প্রতিদান হিসাবে শুকরিয়াস্বরূপ প্রশংসা করিলে তিনি চুপ থাকিতেন। (অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য বিধায় যেন তাহাকে তাহার কর্তব্য কাজে সুযোগ দিতেন।) তিনি কাহারো কথায় বাধা দিতেন না যতক্ষণ না সে সীমালংঘন করিত। সীমালংঘন করিলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিতেন অথবা মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেন।

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার নিরবতা কিরূপ হইত? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরবতা চার কারণে হইত। এক—সহনশীলতার কারণে, দুই—সচেতনতার দরুন, তিন—আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে, চার—চিন্তা-ভাবনার জন্য।

তিনি দুইটি বিষয়ে আন্দাজ করিতেন। (১) উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টিদানে ও (২) তাহাদের আবেদন শুনার ব্যাপারে কিরূপে সমতা বজায় রাখা যায়। আর তাঁহার চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু ছিল, যাহা চিরস্থায়ী হইবে (অর্থাৎ আখেরাত) এবং যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ দুনিয়া। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সংযম ও ধৈর্য উভয়টিই দান করিয়াছিলেন। সুতরাং কোন জিনিস তাঁহাকে সীমার বাহিরে রাগান্বিত করিতে পারিত না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে চার বিষয়ে সচেতনতা দান করিয়াছিলেন। এক—উত্তম বিষয়কে অবলম্বন করা, দুই—এমন বিষয়ে যত্নবান হওয়া যাহাতে উম্মতের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। বর্ণিত এই রেওয়ায়াতে চারটির মধ্যে দুইটি উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে কানযুল উম্মালের রেওয়ায়াতে চারটি বিষয় এরূপ বর্ণিত হইয়াছে—আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে চার বিষয়ে সচেতনতা দান করিয়াছিলেন। এক—নেক কাজ অবলম্বন করা, যাহাতে অন্যরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। দুই—মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, যাহাতে অন্যরাও বিরত থাকে। তিন—উম্মাতের জন্য সংশোধনমূলক বিষয়ে জোর বিবেচনা করা। চার—এমন বিষয়ে যত্নবান হওয়া যাহাতে উম্মাতের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। (বিদায়াহ, কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পরের বর্ণনা

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, কোরআন পাকের এই আয়াতের—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থ ঃ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদিগকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি চাহিতেন তবে (কুনতুম না বলিয়া) 'আনতুম' বলিতে পারিতেন ; তখন (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করি আর না করি) আমরা সকলেই উহার অন্তর্ভুক্ত হইতাম। কিন্তু তিনি 'কুনতুম' বলিয়া বিশেষভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) ও যাহারা তাহাদের ন্যায় কাজ করিবে শুধু তাহাদিগকে শামিল করিয়াছেন। তাহারা (অর্থাৎ সাহাবা (রাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম উম্মাত, যাহাদিগকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই আয়াত—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, হে লোকেরা, যে ব্যক্তি এই আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে সে যেন আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার শর্তকে পুরা করে। (অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা।) (কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাগণের দিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পছন্দ করিলেন এবং তাঁহাকে আপন রাসূল বানাইয়া পাঠাইলেন ও আপন খাছ এলম দান করিলেন। তারপর পুনরায় লোকদের দিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং তাঁহার জন্য সাহাবা (রাঃ)দেরকে পছন্দ করিলেন। তাহাদিগকে আপন দ্বীনের সাহায্যকারী ও আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব বহনকারী বানাইলেন। সুতরাং মুমিনগণ (অর্থাৎ সাহাবা (রাঃ)) যাহা ভাল মনে করিবেন তাহা আল্লাহর নিকটও ভাল বলিয়া গণ্য হইবে ; আর মুমিনগণ যাহা খারাপ মনে করিবেন তাহা আল্লাহর নিকটও খারাপ বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (দ্বীনের) পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের পথ অবলম্বন করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল সর্বাধিক পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে অবলম্বন কর। কা'বা শরীফের রব্ব—আল্লাহর কসম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী (রাঃ)গণ হেদায়াতে মুসতাকীমের উপর ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা রোযা, নামায ও মেহনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের তুলনায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আব্দির রহমান, কি কারণে? তিনি বলিলেন, তাঁহারা দুনিয়ার প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক আসক্ত ছিলেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আসক্ত লোকেরা কোথায়? তিনি বলিলেন, তাহারা ত

জাবিয়ায় অবস্থানকারীগণ ছিলেন। (জাবিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে উহা মুজাহিদদের ছাউনি ছিল।) তাহাদের মধ্যে পাঁচশত মুসলমান এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শহীদ না হওয়া পর্যন্ত (তাহারা যুদ্ধের ময়দান হইতে) ফিরিবেন না। সুতরাং তাহারা (শাহাদাতের উদ্দেশ্যে) নিজেদের মাথা মুণ্ডন করিলেন ও শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহাদের সংবাদদাতা একজন ব্যতীত সকলেই শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিরা কোথায়? তিনি তাঁহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর কবর দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহাদিগকে তালাশ করিতেছ? (হিলয়াতুল আউলিয়া)

আবু আরাকাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত ফজরের নামায পড়িলাম। তিনি নামায শেষ করিয়া যখন ডান দিকে ফিরিয়া বসিলেন, তখন মনে হইল যেন তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। মসজিদের দেয়াল হইতে এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত এইভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন এবং হাত উল্টাইয়া বলিলেন, খোদার কসম, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের দেখিয়াছি, কিন্তু আজ আমি তাঁহাদের ন্যায় কাহাকেও দেখিতেছি না। সকালবেলা তাঁহাদের চেহারা ফ্যাকাসে, চুল এলোমেলো ও শরীর ধুলাবালিযুক্ত থাকিত। তাহাদের কপালে (অত্যাধিক সেজদার দরুন) বকরির হাটুর ন্যায় (সেজদার) চিহ্ন দেখা যাইত। তাহারা সারারাত্রি সেজদায় ও নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে কাটাইতেন। রাতভর কখনও (সেজদারত অবস্থায়) কপালের উপর কখনও (নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়) পায়ের উপর আরাম লাভ করিতেন। সকালবেলা এমনভাবে

www.BANGLAKITAB.com

হেলিয়া দুলিয়া আল্লাহর যিকির করিতেন যেমন জোর বাতাসের দিনে বৃক্ষাদি দুলিতে থাকে। আর তাহাদের চক্ষুদ্বয় হইতে এমন অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিত যাহাতে তাহাদের কাপড় ভিজিয়া যাইত। খোদার কসম, (সকালবেলা তাহাদের এরূপ কান্না দেখিয়া) মনে হইত যেন তাহারা রাতভর ঘুমাইয়া কাটাইয়াছেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) উঠিয়া গেলেন। ইহার পর আল্লাহর দুশমন ও ফাসেক ইবনে মুলজিমের হাতে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত আর কখনও তাহাকে সাধারণভাবেও হাসিতে দেখা যায় নাই। (বিদায়াহ)

আবু সালেহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যেরার ইবনে যামরা কেনানী (রহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমার সম্মুখে হযরত আলী (রাঃ)এর গুণাগুণ বর্ণনা করুন। যেরার (রহঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে মাফ করিবেন কি? তিনি বলিলেন, না, আমি মাফ করিব না, (বর্ণনা করিতেই হইবে)। যেরার (রহঃ) বলিলেন, তাঁহার গুণাগুণ যদি বর্ণনা করিতেই হয় তবে শুনুন, খোদার কসম, তিনি (হযরত আলী (রাঃ)) অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার কথা হইত ফয়সালা এবং তাঁহার ফয়সালা হইত ইনসাফের সহিত। তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে এলমের ফোয়ারা ছুটিত এবং তাঁহার সর্বদিক দিয়া হেকমত প্রকাশ পাইত। দুনিয়া ও উহার চাকচিক্য দ্বারা অশান্তি অনুভব করিতেন, আর রাত্র ও উহার অন্ধকার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করিতেন। (অর্থাৎ রাত্রের এবাদত দ্বারা দিলে শান্তি পাইতেন।) খোদার কসম, তিনি অত্যাধিক ক্রন্দনকারী ও অত্যাধিক চিন্তাশীল ছিলেন। হাতকে ওলটপালট করিতেন আর আপন নফসকে সম্বোধন করিতেন। সাদাসিধা ও সংক্ষিপ্ত পোষাক এবং সাধারণ খাদ্য পছন্দ করিতেন। খোদার কসম, তিনি আমাদের মতই সাধারণ হইয়া থাকিতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট যাইতাম তিনি আমাদিগকে কাছে বসাইতেন। আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতেন। তাঁহার সহিত আমাদের এরূপ নিকটতম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ভয়ে আমরা

তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিতাম না। তিনি যখন মুচকি হাসিতেন, তখন তাঁহার দাঁতগুলি মুক্তার মালার ন্যায় দেখাইত। দ্বীনদারদের সম্মান করিতেন। মিসকীনদের ভালবাসিতেন। কোন শক্তিশালী আপন অন্যায় দাবীতে তাঁহার নিকট (সফলকাম হইবার) আশা করিতে পারিত না। কোন দুর্বল তাঁহার ন্যায়বিচার হইতে নিরাশ হইত না। আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিতেছি যে, একবার যখন রাতের অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল আর তারকারাজি ডুবিয়া গেল, এমন সময় আমি তাঁহাকে আপন নামাযের স্থানে নিজ দাড়ি মুঠায় ধরিয়া ঝুঁকিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, সর্প দংশিত ব্যক্তির ন্যায় ছটফট করিতেছেন, আর শোকাহতের ন্যায় কাঁদিতেছেন। আমি যেন এখনও শুনিতে পাইতেছি যে, তিনি আল্লাহর সমীপে অনুনয় করিতেছেন আর বলিতেছেন, 'ইয়া রাব্বানা! ইয়া রাব্বানা!' অতঃপর দুনিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমাকে ধোঁকা দিতে আসিয়াছ? আমার প্রতি উঁকি মারিতেছ? দূরে, বহু দূরে। আর কাহাকেও ধোঁকা দাও। আমি ত তোমাকে তিন তালাক দিয়াছি। তোমার আয়ু অতি সামান্য, তোমার মজলিস অতি নগণ্য ও তোমার মর্যাদা অতি সাধারণ। আহ! আহ! সম্বল অতিশয় কম, সফর অতি দূরের আর রাস্তা অত্যন্ত ভয়ানক!!" হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দাড়ির উপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি উহা সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না, জামার আস্তিন দ্বারা উহা মুছিতে লাগিলেন। আর কান্নার দরুন উপস্থিত শ্রোতাগণের গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, সত্যই আবুল হাসান (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)—আল্লাহ তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন—এমনই ছিলেন। হে যেরার, তাঁহার ইন্তেকালে তোমার শোক কিরূপ? যেরার (রহঃ) বলিলেন, তাঁহার ইন্তেকালে আমার শোক সেই মায়ের ন্যায় যাহার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্রকে তাহার কোলের উপর জবাই করিয়া দেওয়া হয়। তাহার যেমন অশ্রু বন্ধ হয় না তেমনই তাহার শোকাকুল অন্তরও কোনদিন সান্ত্বনা লাভ করে না। অতঃপর যেরার (রহঃ) উঠিয়া

www.BANGLAKITAB.com

বাহির হইয়া গেলেন। (আবু নুআঈম)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)রা কি হাসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে এমতাবস্থায়ও পাহাড় অপেক্ষা বৃহৎ ঈমান তাঁহাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকিত। (আবু নুআঈম)

সাঈদ ইবনে ওমর কোরাইশী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) সফররত ইয়ামানবাসী কতিপয় সঙ্গীকে দেখিলেন, যাহাদের উটের পিঠে বসিবার আসনগুলি চামড়া নির্মিত ছিল। তিনি বলিলেন, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের ন্যায় লোকদেরকে দেখিতে চাহে সে যেন ইহাদিগকে দেখিয়া লয়। (কান্য)

আবু সাঈদ মাকবুরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) যখন প্লেগরোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি (হযরত মুআয (রাঃ)কে) বলিলেন, হে মুআয! লোকদের নামায পড়াও। তিনি লোকদের নামায পড়াইলেন। তারপর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইন্তেকাল করিলে তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের গুনাহ হইতে খাঁটিরূপে তওবা কর ; কারণ যে ব্যক্তি গুনাহ হইতে খাঁটিরূপে তওবা করিয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ) করিবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, খোদার কসম, তোমরা এমন এক ব্যক্তির ইন্তেকালে মর্মাহত হইয়াছ, যাহার ন্যায় আমি আর কোন আল্লাহর বান্দা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমি তাঁহার ন্যায় হিংসা-বিদ্বেষ হইতে পবিত্র, নেক দিল, ফেৎনা-ফাসাদ হইতে দূরে অবস্থানকারী ও আখেরাতের প্রতি অধিক অনুরাগী এবং জনসাধারণের হিতাকাংখী আমি কখনও কোন আল্লাহর বান্দা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অতএব তাঁহার জন্য রহমতের দোয়া কর ও তাঁহার জানাযার নামাযের জন্য ময়দানে চল।

খোদার কসম, আগামীতে তোমাদের উপর তাঁহার ন্যায় এমন আমীর আর হইবে না। লোকজন সমবেত হইলে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর জানাযা আনা হইল এবং হযরত মুআয (রাঃ) (নামায পড়াইবার জন্য) অগ্রসর হইলেন ও নামায পড়াইলেন। অতঃপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আমর ইবনে আস ও হযরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস (রাঃ) তাঁহার কবরে নামিলেন। তাঁহাকে কবরে রাখিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন এবং মাটি দিলেন। তারপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, হে আবু ওবায়দাহ! আমি অবশ্যই আপনার প্রশংসা করিব, তবে নাহক বলিব না। কারণ আমি নাহক প্রশংসায় আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিকে ভয় করিতেছি। খোদার কসম, আমার জানামতে আপনি সেইসকল লোকদের মধ্য হইতে ছিলেন, যাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। আর সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহারা যমীনের বুকে বিনয়ের সহিত চলাফেরা করে এবং মূর্খলোকদের জবাবে শান্তিপূর্ণ কথা বলে, আর যখন ব্যয় করে, তখন তাহারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং তাহারা উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করে। খোদার কসম, আপনি সেই সকল লোকদের মধ্য হইতে ছিলেন, যাহাদের মন সর্বদা আল্লাহর প্রতি ঝুঁকিয়া থাকে আর যাহারা বিনয়ী, যাহারা এতীম ও মিসকীনদের প্রতি দয়া করে ও খেয়ানতকারী ও অহংকারীদের ঘৃণা করে। (হাকেম)

রিবঈ' ইবনে হেরাশ (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট কোরাইশদের বিভিন্ন খান্দানের লোকেরা বসিয়াছিলেন এবং হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) তাহার ডান পার্শ্বে ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুআবিয়া (রাঃ)এর উক্ত মজলিসে উপস্থিত হইবার অনুমতি চাহিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে সাঈদ, খোদার কসম, আমি ইবনে আব্বাসকে এমন প্রশ্ন করিব, যাহার উত্তর দিতে তিনি সক্ষম হইবেন না। সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, ইবনে আব্বাসের মত লোক আপনার

www.BANGLAKITAB.com

প্রশ্নের উত্তরে কখনও অক্ষম হইতে পারে না। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মজলিসে আসিয়া বসিলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি কোরআন পাকের তেলাওয়াতকারী, অন্যায় হইতে দূরে, সর্বপ্রকার অশ্লীলতার প্রতি অমনোযোগী, বদ কাজে বাধাদানকারী ও আপন দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আল্লাহকে ভয় করিতেন, রাত্রিতে নামায পড়িতেন, দিনের বেলায় রোযা রাখিতেন ও দুনিয়ার (ফেৎনা) হইতে নিরাপদ ছিলেন। তিনি মাখলুকের প্রতি ইনসাফ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নেক কাজের আদেশকারী ও স্বয়ং নেক কাজে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। সর্বাবস্থায় শোকরগুযার, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরকারী, দ্বীনি কাজে নিজের (নফসের) উপর বল প্রয়োগকারী ছিলেন। পরহেযগারী ও অল্প তুষ্টিতে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও চারিত্রিক পবিত্রতায়, নেক কাজে ও সতর্কতায় এবং যাহা কিছু হাতে আছে, উহা অপেক্ষা যাহা আল্লাহর নিকট আছে উহার প্রতি অধিক আস্থা রাখার ব্যাপারে এবং কাহারো উপকারের উত্তম বদলা দানে আপন সঙ্গীগণ অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহাকে যে দোষারোপ করে কেয়ামত পর্যন্ত তাহার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু হাফসের উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি ইসলামের সাহায্যকারী এতীমদের আশ্রয়, ঈমানের ভাণ্ডার, দুর্বলদের আশ্রয়, খাঁটি মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল, মাখলুকের জন্য দুর্গ ও সকল মানুষের জন্য সাহায্যকারী ছিলেন। সবর ও সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর দেওয়া দ্বীনে হক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনে ইসলামকে (সকল ধর্মের উপর) প্রবল করিলেন ও বহু দেশের উপর (মুসলমানদিগকে) বিজয় দান করিলেন। আর চারিদিকে—পানির ঘাটে,

পাহাড়ে, ময়দানে সর্বত্র আল্লাহর যিকির হইতে লাগিল। তিনি অশালীন কার্যকলাপের মুকাবিলায় অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর, সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় অত্যাধিক শোকরগুযার, সর্বদা ও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করে আফসোসের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু আমরের প্রতি রহম করুন। খোদার কসম, তিনি শ্বশুরকুলে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, নেকলোকদের সহিত সর্বাধিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ও মুজাহিদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। শেষরাত্রে অধিক জাগরণকারী ও আল্লাহর যিকিরের সময় অধিক অশ্রুবর্ষণকারী ছিলেন। দিবারাত্র আপন উদ্দেশ্য অর্জনে চিন্তাযুক্ত, প্রত্যেক ভাল কাজে সদা প্রস্তুত ও নাজাত লাভ হয় এমন প্রত্যেক আমলে সচেষ্ট থাকিতেন। ধ্বংস টানিয়া আনে এরূপ সকল খারাপ কাজ হইতে দূরে পলায়ন করিতেন। তবূকের যুদ্ধে মুসলমানদিগকে তিনি সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহুদীদের নিকট হইতে বীরে রুমাহ নামক কূয়া কিনিয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করিয়াছিলেন। আর তিনি হযরত মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরপর দুই মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাঁহার জামাতা হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে মন্দ বলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ করুন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবুল হাসানের উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি হেদায়াতের ঝাণ্ডা, তাকওয়ার গুহা, আকল-বুদ্ধির মহল, সৌন্দর্যের পাহাড়, রাতের আঁধারে পথিকের আলো, মহান সরলপথের প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

আহ্বানকারী ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। কোরআনের তফসীর ও ওয়াজ–নসীহত করিতেন। হেদায়াত লাভ হয় এমন বিষয়ের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকিতেন। জুলুম অত্যাচার পরিহার করিয়া চলিতেন ও ধ্বংসের পথ হইতে দূরে থাকিতেন। তিনি মুমিন ও মুত্তাকীদের মধ্যে সর্বোত্তম, কোর্তা ও চাদর পরিধানকারীদের সর্দার, হজ্জ ও সায়ী পালনকারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, ইনসাফ ও সমতারক্ষাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। নবীয়ে মোস্তফা ও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম ব্যতীত দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ খতীব। বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ—উভয় কেবলার দিকে ফিরিয়া যাহারা নামায পড়িয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাহাদের অন্যতম। কোন মুসলমান কি তাঁহার বরাবর হইবার দাবী করিতে পারে? তিনি দুনিয়ার সর্বোত্তম নারী (হযরত ফাতেমা রাঃ))এর স্বামী ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিদ্বয়ের পিতা ছিলেন। আমার চক্ষু তাঁহার ন্যায় না কাহাকেও দেখিয়াছে, আর না কেয়ামত ও আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত কাহাকেও দেখিবে। সেই ব্যক্তির উপর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার ও তাঁহার বান্দাগণের লা'নত বর্ষিত হউক যে তাঁহার উপর লা'নত করিবে।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তাঁহাদের উভয়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। খোদার কসম, তাঁহারা উভয়েই নিষ্কলঙ্ক, নেক, মুসলমান, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, শহীদ ও আলেম ছিলেন। তাঁহারা একটি ভুল করিয়াছিলেন, তবে ইনশাআল্লাহ তাহাদের পূর্বেকার দ্বীনের নুসরত ও পুরাতন সাহচর্য ও নেক আমলের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ

তায়ালা আবুল ফজলের উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা একই বৃক্ষের দুই শাখা ছিলেন। সফিয়্যুল্লাহ অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের শীতলতা ও সকল মানুষের জন্য আশ্রয়স্থল ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাদের সর্দার ছিলেন। বিচক্ষণতায় ও পরিণামদর্শিতায় তিনি সকলের উপরে ছিলেন। জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার মর্যাদার আলোচনার সামনে অন্যদের মর্যাদা তুচ্ছ মনে হয়। তাহার বংশ গৌরবের মুকাবিলায় অন্যদের বংশগৌরব বহু পিছনে পড়িয়া থাকে। কেনই বা এমন হইবে না! কারণ ধীর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আবদুল মুত্তালিব তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছেন, যিনি কোরাইশের পায়দল ও আরোহী সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত ছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদান

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত দেওয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের নিকট কিরূপ সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল? আর তাহাদের অন্তরে কিরূপ এক চরম আগ্রহ ছিল যে, মানুষ হেদায়াত লাভ করে, আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করে ও তাঁহার রহমতের সাগরে নিমগ্ন হয়। দাওয়াতের দ্বারা খালেক অর্থাৎ আল্লাহর সহিত মাখলুকের মিলন ঘটাইবার তাহাদের কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টা ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

দাওয়াতের কাজের মুহাব্বত ও উহার প্রতি আগ্রহ

সমগ্র মানবজাতির ঈমান আনয়নের প্রতি নবী করীম (সাঃ)এর প্রবল আকাঙ্খা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কোরআনের এই আয়াত—

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ

অর্থ ঃ অতঃপর তাহাদের মধ্যে কিছুলোক হইবে হতভাগ্য আর কিছুলোক হইবে ভাগ্যবান।

এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ প্রবল আকাঙ্খা পোষণ করিতেন যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনয়ন করুক ও সকলেই তাঁহার হাতে হেদায়াতের উপর বাইআত গ্রহণ করুক। সুতরাং (তাঁহার এরূপ প্রবল আকাঙ্খা ও অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে) আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, (সৃষ্টির) প্রথম হইতে (লওহে মাহফুযে) যাহাদের সম্পর্কে সৌভাগ্য লেখা হইয়াছে শুধু তাহারাই ঈমান আনিবে। আর (সৃষ্টির) প্রথম হইতে (লওহে মাহফুযে) যাহাদের সম্পর্কে দুর্ভাগ্য লেখা হইয়াছে, শুধু তাহারাই গোমরাহ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বলিলেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاۤءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ - (الشعراء ٣-٤)

অর্থ ঃ মনে হয় আপনি ইহাদের ঈমান না আনার কারণে (দুঃখে) নিজের জীবন দিয়া দিবেন। যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আসমান হইতে তাহাদের প্রতি এক বিরাট নিদর্শন নাযিল করিয়া দিতে পারি, অতঃপর ঐ নিদর্শনের কারণে তাহাদের গ্রীবাসমূহ নত হইয়া যাইবে। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে কলেমার দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু তালেব যখন অসুস্থ হইলেন, তখন আবু জেহেল সহ কোরাইশদের একদল লোক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার ভাতিজা আমাদের মাবুদগুলিকে মন্দ বলে, এই করে, সেই করে। এই বলে, সেই বলে। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া এরূপ করিতে নিষেধ করিলে ভাল হইত। অতএব আবু তালেব তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবু তালেব ও কোরাইশদের মাঝে একজন লোকের বসিবার মত জায়গা খালি ছিল। অভিশপ্ত আবু জেহেলের আশংকা হইল যে, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের পার্শ্বে বসেন তবে তাহার মন গলিয়া যাইতে পারে, সুতরাং সে ঝট করিয়া উঠিয়া উক্ত খালি জায়গায় বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার নিকট জায়গা না পাইয়া দরজার নিকট বসিয়া গেলেন। আবু তালেব বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! তোমার কাওমের কি হইল যে, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছে এবং তাহারা বলিতেছে, তুমি নাকি তাহাদের মা'বুদগুলিকে মন্দ বল? এই বল, সেই বল? হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এই সময় কোরাইশগণও বলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারা অনেক কথা বলিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সব শুনিয়া) কথা আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, হে আমার চাচা, আমি তাহাদের নিকট একটি কলেমার স্বীকারোক্তি চাহিতেছি। যদি তাহারা উহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে সমগ্র আরব তাহাদের অধীন হইয়া যাইবে ও সমস্ত আজম (অর্থাৎ অনারবগণ) তাহাদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। কোরাইশগণ তাঁহার সেই কলেমার প্রতি ও তাঁহার কথায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিয়া উঠিল, (এত বড় রিজয়ের জন্য) মাত্র একটি কলেমা! তোমার পিতার কসম, আমরা এরূপ দশটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। তাহারা জিজ্ঞাসা

করিল, কোন কলেমা? আবু তালেবও বলিয়া উঠিল, ভাতিজা, কোন্ কলেমা উহা? তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইহা শুনিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতে লাগিল, এতগুলি মা'বুদের স্থলে মাত্র একজন মা'বুদ করিয়া দিল? বাস্তবিকই ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এইস্থলে সূরা সাদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে—

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا - إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ .....
بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ -

অর্থ ঃ সে কি এতগুলি মা'বুদের স্থলে মাত্র একজন মা'বুদ করিয়া দিল? বাস্তবিকই ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার এবং কাফেরদের সর্দারগণ (স্বদলীয় লোকদিগকে) এই বলিয়া প্রস্থান করিল যে, চল এবং নিজ মা'বুদগণের উপর অটল থাক, (কেননা) ইহা (অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা) কোন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। আমরা ত এরূপ কথা (আমাদের) অতীত ধর্মে শুনি নাই। ইহা (এই ব্যক্তির) মনগড়া উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের সকলের মধ্য হইতে কি কেবল এই ব্যক্তিরই উপর আল্লাহর কালাম নাযিল করা হইয়াছে? বরং ইহারা আমার ওহী সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাব আস্বাদন করে নাই। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় কলেমার দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওতবাহ ইবনে রাবীআহ, শাইবাহ ইবনে রাবীআহ, আবু জেহেল ইবনে হেশাম, উমাইয়াহ ইবনে খালাফ ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং কাওমের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকজন আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবু তালেব, আমাদের মধ্যে আপনার মর্যাদা কতখানি তাহা আপনি অবগত আছেন।

www.BANGLAKITAB.com

বর্তমানে আপনার অসুস্থতার অবস্থাও দেখিতেছেন। এমতাবস্থায় আপনার ব্যাপারে আমাদের আশংকা হইতেছে। আর আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যেকার চলমান অবস্থা সম্পর্কেও আপনার জানা আছে। সুতরাং তাহাকে ডাকিয়া আমাদের ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে অঙ্গীকার আদায় করুন এবং তাহার ব্যাপারেও আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, যাহাতে তিনি আমাদের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকেন এবং আমরাও তাহার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করি, আর তিনি আমাদের ও আমাদের ধর্ম সম্পর্কে কোন উক্তি না করেন এবং আমরাও তাহার ও তাহার দ্বীন সম্পর্কে কোন উক্তি না করি।

আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, তোমার কাওমের এই সকল নেতৃবর্গ তোমার ব্যাপারে সমবেত হইয়াছেন। তাহারা তোমাকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে চায় এবং তোমার নিকট হইতেও প্রতিশ্রুতি লইতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ভাল কথা, তোমরা মাত্র একটি কথা মানিয়া লও, সমগ্র আরব জাহানের তোমরা মালিক হইয়া যাইবে এবং সমস্ত অনারব তোমাদের অনুগত হইয়া যাইবে। আবু জেহেল বলিল, একটি নয়, তোমার পিতার কসম, দশটি কথা মানিতে প্রস্তুত আছি। তিনি বলিলেন, তোমরা বল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যত মা'বুদের এবাদত কর, সবগুলিকে পরিত্যাগ কর। ইহা শুনিয়া তাহারা হাতের উপর হাত মারিয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি চান যে, আমরা সব মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানাই। আপনি ত বড় অদ্ভূত কথা বলিতেছেন! তারপর তাহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরা যাহা চাহিতেছ এই ব্যক্তি তোমাদিগকে তাহা দিবে না, কাজেই চল, তোমরা তোমাদের বাপ–দাদার ধর্মের উপর চলিতে থাক, যতদিন না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও তাহার মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন।

অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাহাদের চলিয়া যাওয়ার পর আবু তালেব বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমার ধারণা, তুমি তাহাদের নিকট সীমার বাহিরে কিছু দাবী কর নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু তালেবের এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ঈমান আনার ব্যাপারে আশাবাদী হইলেন। সুতরাং তিনি তাহাকে বলিতে লাগিলেন, চাচা, আপনি উহা পড়ুন, যাহাতে উহার উসিলায় কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য শাফায়াত করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ দেখিয়া আবু তালেব বলিলেন, ভাতিজা, খোদার কসম, আমার পর তোমার ও তোমার পিতৃকুলের দুর্ণামের ভয় যদি না হইত এবং এই আশংকা না হইত যে, কোরাইশগণ নিন্দা করিয়া বলিবে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে উহা পড়িয়াছি, তবে অবশ্যই আমি উহা পড়িতাম। শুধু তোমাকে খুশী করিবার জন্য হইলেও পড়িতাম।

মুসাইয়েব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট গেলেন। তাহার নিকট আবু জেহেল বসিয়া ছিল। তিনি বলিলেন, চাচা, একবার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। উহার কারণে আল্লাহর নিকট আমি আপনার পক্ষ হইয়া সুপারিশ করিব। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ বলিল, হে আবু তালেব, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হইতে ফিরিয়া যাইবেন? এইভাবে বারবার তাহাকে বলিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব 'আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হইবে ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ইস্তেগফার করিতে থাকিব। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

www.BANGLAKITAB.com

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ - (التوبة ١١٣)

অর্থ ঃ নবী এবং অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েয নহে যে, তাহারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তাহারা আত্মীয়ই হউক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তাহারা দোযখী।

আর এই আয়াতও নাযিল হইল—

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ - (قصص ٥٦)

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে ভাল জানেন। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার চাচার নিকট কলেমা পেশ করিতে থাকিলেন, আর তাহারা দুইজনও তাহাদের পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব শেষকথা এই বলিল যে, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল আছি এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে অস্বীকার করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে যতক্ষণ আপনার সম্পর্কে নিষেধ না করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ইস্তেগফার করিতে থাকিব। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত দুই আয়াত নাযিল করিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যখন আবু তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, চাচাজান, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, আমি কেয়ামতের দিন আপনার পক্ষে উহার সাক্ষ্য দিব। আবু তালেব বলিলেন, যদি আমি এই আশংকা না করিতাম যে, কোরাইশরা এই দুর্নাম রটাইবে

যে, আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে এই কলেমা পড়িয়াছে, তবে অবশ্য উহা পড়িয়া তোমার চক্ষু শীতল করিতাম। আর শুধু তোমার চক্ষু জুড়াইবার জন্য হইলেও উহা পড়িতাম। সুতরাং এই বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ - (قصص ٥٦)

দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার

হযরত আকীল ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ আবু তালেবের নিকট আসিল। সম্পূর্ণ হাদীস দাওয়াতের কাজে কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে আসিতেছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ভাতিজা, খোদার কসম, আমার জানা মতে সর্বদাই আমি তোমার কথা মানিয়া আসিয়াছি। (সুতরাং আজ তুমি আমার একটি কথা মানিয়া লও।) তোমার কাওমের লোকজন আমার নিকট আসিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, তুমি তাহাদের কা'বাতে ও তাহাদের মজলিসে যাইয়া তাহাদিগকে এমন কথা শুনাও যাহাতে তাহাদের কষ্ট হয়। কাজেই যদি ভাল মনে কর তবে তাহাদের সহিত এরূপ করা হইতে বিরত থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম, তোমাদের কাহারো পক্ষে সূর্য হইতে অগ্নিস্ফুলিংগ বাহির করিয়া আনা যেরূপ অসম্ভব, আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক অসম্ভব এই যে, আমি যে কাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছি তাহা পরিত্যাগ করি।

বাইহাকী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ভাতিজা, তোমার কাওমের লোকেরা আমার নিকট আসিয়াছে এবং তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমার উপর দয়া কর এবং তোমার উপরও দয়া কর। তুমি আমার

www.BANGLAKITAB.com

উপর এমন বোঝা চাপাইওনা যাহা না আমি বহন করিতে পারি, না তুমি পার। তোমার কাওম যে সকল কথা অপছন্দ করে তাহা হইতে বিরত থাক। এ সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবিলেন, তাঁহার ব্যাপারে চাচার মনোভাব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি এইবার তাঁহার পক্ষ ছাড়িয়া কাওমের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর হিম্মৎ পাইতেছেন না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাচাজান, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও আনিয়া দেওয়া হয়, তথাপি আমি এই (দাওয়াতের) কাজ ছাড়িতে পারিব না। হয় আল্লাহ তায়ালা ইহাকে সফলতা দান করিবেন আর না হয় আমি এই প্রচেষ্টায় নিঃশেষ হইয়া যাইব। এই পর্যন্ত বলিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হাদীসের বাকি অংশের বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন কোরাইশগণ সমবেত হইয়া বলিল, তোমরা এমন একজন লোক তালাশ কর যে তোমাদের মধ্যে জাদু ও জ্যোতিষী এবং কবিতায় অধিক পারদর্শী। সে এই ব্যক্তির নিকট যাক যে আমাদের দলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে ও আমাদের ঐক্যকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের ধর্মকে দোষারোপ করিয়াছে। তাহার সহিত যাইয়া কথা বলুক এবং দেখুক, সে কি উত্তর দেয়। সকলেই বলিল, আমরা ওতবা ইবনে রাবীআহ ব্যতীত আর কাহাকেও এই কাজের উপযুক্ত দেখি না। অতএব তাহারা ওতবার নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল ওলীদ, আপনি তাহার নিকট যান। ওতবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি উত্তম, না (আপনার পিতা) আবদুল্লাহ উত্তম?' তিনি (কোন জবাব না দিয়া) চুপ করিয়া রহিলেন। সে বলিল, 'আপনি উত্তম, না (আপনার দাদা) আবদুল মুত্তালিব উত্তম?' তিনি (কোন উত্তর না দিয়া) চুপ করিয়া রহিলেন। সে বলিল, 'যদি

আপনার ধারণা মতে ইহারা উত্তম হইয়া থাকে তবে ত তাহারা সকলেই ঐ সকল মা'বুদের পূজা করিতেন যেগুলির প্রতি আপনি দোষারোপ করেন। আর যদি আপনার ধারণামতে আপনি তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকেন তবে তাহাও বুঝাইয়া বলুন, আমরা আপনার কথা শুনিব। খোদার কসম, আমরা আপনার ন্যায় প্রিয়ভাজন হইয়া আপন কাওমের জন্য (নাউযুবিল্লাহ) এমন অশুভ হইতে কাহাকেও কখনও দেখি নাই। আপনি আমাদের দলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, আমাদের ঐক্যকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছেন, আমাদের ধর্মকে দোষারোপ করিয়াছেন এবং সমগ্র আরবের মধ্যে আমাদিগকে অপমান করিয়াছেন। এমনকি সমগ্র আরবে খবর উড়িয়া গিয়াছে যে, কোরাইশের মধ্যে একজন জাদুকর আছে এবং কোরাইশের মধ্যে একজন জ্যোতিষী আছে। খোদার কসম (আমাদের অবস্থা এমন চরমে পৌঁছিয়াছে যে,) আমরা এখন এই অপেক্ষায় আছি যে, যে কোন মুহূর্তে গর্ভবতী মেয়েলোকের ন্যায় কোন আর্তনাদ শুনা যাইবে আর আমরা তলওয়ার লইয়া একে অপরের উপর ঝাপাইয়া পড়িব এবং একে অপরকে খতম করিয়া দিব। এই হে! আপনার যদি মালদৌলতের প্রয়োজন থাকে তবে আমরা আপনার জন্য এত পরিমাণ মাল জমা করিয়া দিব যে, আপনি কোরাইশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হইয়া যাইবেন। আর যদি বিবাহের আকাংখা হইয়া থাকে তবে কোরাইশের যে কোন মেয়েকে আপনার পছন্দ হইবে এইরূপ দশজন আপনাকে বিবাহ করাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কথা কি শেষ হইয়াছে? সে বলিল, হাঁ। তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িয়া সূরা হা–মীম সেজদার প্রথম হইতে তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন এবং এই আয়াত—

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُودَ –

অর্থ ঃ অতঃপর যদি তাহারা (তওহীদ হইতে) মুখ ফিরায় তবে আপনি বলিয়া দিন যে,আমি তোমাদিগকে এইরূপ আযাবের ভয় প্রদর্শন

www.BANGLAKITAB.com

করিতেছি যেইরূপ আযাব আদ ও সামূদ কাওমের উপর আসিয়াছিল।

পর্যন্ত পৌঁছিলে ওতবা বলিয়া উঠিল, ক্ষান্ত হউন, আপনার নিকট আর কোন কথা আছে কি? তিনি বলিলেন, না।

অতঃপর ওতবা কোরাইশের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? সে বলিল, আমার ধারণামতে তোমরা তাহাকে যাহা কিছু বলিতে চাহিয়াছ, আমি তাহা সবই বলিয়াছি। কিছুই বাদ রাখি নাই। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি কোন জবাব দিয়াছেন? সে বলিল, হাঁ, দিয়াছেন। তারপর বলিল, না, সেই যাতের কসম, যিনি এই কা'বা শরীফকে এবাদতের ঘর বানাইয়াছেন, আমি তাঁহার কথা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি তোমাদিগকে আদ ও সামূদ জাতির ন্যায় আযাবের ভয় দেখাইয়াছেন। তাহারা বলিল, তোমার নাশ হউক, একব্যক্তি তোমার সহিত আরবী ভাষায় কথা বলিল, আর তুমি কিনা তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলে না! সে বলিল, না, খোদার কসম, আযাবের কথা ব্যতীত আমি তাহার আর কোন কথাই বুঝিতে পারি নাই।

হাকেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, ওতবা ইহাও বলিল যে, আর আপনার যদি নেতৃত্বের আকাংখা থাকে তবে আমরা আমাদের সকল ঝাণ্ডা আপনার সামনে গাড়িয়া দিব। (তখনকার যুগে রীতি অনুসারে সর্দারের ঘরের সামনে ঝাণ্ডা গাড়িয়া দেওয়া হইত) আর আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন আমাদের সর্দার হিসাবে থাকিবেন।

হাকেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ –

পড়িলেন, তখন ওতবা তাঁহার মুখের উপর হাত রাখিয়া আত্মীয়তার কসম দিল, যেন তিনি কোরআন পড়া বন্ধ করেন। তারপর সে নিজের

ঘরে যাইয়া বসিয়া রহিল। কোরাইশদের মজলিসে গেল না। আবু জেহেল বলিতে লাগিল, খোদার কসম, হে কোরাইশগণ, আমাদের ত একমাত্র ইহাই ধারণা হইতেছে যে, ওতবা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার খানা পছন্দ হইয়া গিয়াছে; কারণ সে অভাবে পড়িয়াছে। চল, আমরা তাহার নিকট যাই। সুতরাং তাহারা আসিলে আবু জেহেল বলিল, খোদার কসম, হে ওতবা, আমরা এইজন্যই আসিয়াছি যে, আমাদের ধারণা, তুমি মুহাম্মাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছ এবং তাহার কথা তোমার মনে লাগিয়া গিয়াছে। তোমার যদি কোন অভাব হইয়া থাকে তবে আমরা তোমার জন্য এত পরিমাণ জমা করিয়া দিব যাহাতে তোমার জন্য মুহাম্মাদের খানার প্রয়োজন হইবে না। ওতবা (তাহার কথা শুনিয়া) ক্ষেপিয়া গেল এবং খোদার নামে কসম খাইল যে, সে আর কখনও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিবে না। তারপর বলিল, তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি কোরাইশের মধ্যে মালদৌলতে সর্বাপেক্ষা ধনী। কিন্তু আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম। অতঃপর বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিল, তিনি আমার জবাবে এমন কথা বলিয়াছেন, খোদার কসম, যাহা না জাদু, না কবিতা, আর না কোন জ্যোতিষী কথা। তিনি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – حٰمٓ – تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ –

হইতে

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ –

পর্যন্ত পড়িলেন। আমি তাহার মুখের উপর হাত রাখিয়া আত্মীয়তার কসম দিয়াছি, যাহাতে তিনি ক্ষান্ত হন। তোমাদের অবশ্যই জানা আছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন কথা বলেন, মিথ্যা বলেন না। অতএব আমার তোমাদের উপর আযাব নাযিল হইবার ভয় হইতেছে। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সমবেত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। ওতবা ইবনে রাবীআহ তাহাদিগকে বলিল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলি। কারণ আশা করি আমি তাঁহার সহিত তোমাদের অপেক্ষা কোমল ব্যবহার করিতে পারিব। অতঃপর ওতবা উঠিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বসিল এবং বলিল, ভাতিজা, আমি মনে করি আপনি আমাদের মধ্যে ঘর হিসাবে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদার দিক দিয়া সর্বোচ্চে ; কিন্তু আপনি আপনার কাওমের মধ্যে এমন বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা আর কেহ করে নাই। এই সকল কথার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য যদি মালদৌলত হাসিল করা হইয়া থাকে তবে তাহা আপনার কাওমের দায়িত্বে রহিল। তাহারা আপনার জন্য এত পরিমাণ মালদৌলত জমা করিয়া দিবে যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হইয়া যান। আর আপনার উদ্দেশ্য যদি সম্মান হাসিল করা হইয়া থাকে তবে আমরা আপনাকে এমন সম্মান দিব যে, কাওমের কেহ আপনার অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবে না এবং আপনি ব্যতীত আমরা কোন ফয়সালা করিব না। আর যদি ইহা কোন জ্বীন ভূতের আছর হইয়া থাকে যাহা আপনি দূর করিতে পারিতেছেন না তবে যতক্ষণ না আমরা উহার চিকিৎসায় অপারগ সাব্যস্ত হইব ততক্ষণ আপনার (চিকিৎসার) জন্য আমাদের মাল খরচ করিতে থাকিব। আর আপনি যদি বাদশাহী চাহেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানাইয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার সব কথা শুনিয়া) বলিলেন, হে আবুল ওলীদ, তোমার কথা শেষ হইয়াছে কি? সে বলিল, হাঁ, শেষ হইয়াছে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হা–মীম সেজদার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং সেজদার আয়াতে পৌঁছিয়া তিনি সেজদা করিলেন। আর ওতবা পিছন দিকে হাত রাখিয়া হেলান দিয়া

বসিয়া রহিল। (অর্থাৎ সেজদা করিল না) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরার বাকী অংশ পড়িয়া শেষ করিলে ওতবা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে (কোরআনের আয়াতগুলি শুনিয়া এমন হতভম্ব হইয়া গেল যে,) বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কাওমের মজলিসে যাইয়া কি জবাব দিবে? লোকেরা যখন তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিল তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল যে, সে যেই চেহারা লইয়া গিয়াছিল সেই চেহারা লইয়া ফিরিতে পারে নাই বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর ওতবা আসিয়া তাহাদের নিকট বসিল এবং বলিল, হে কোরাইশগণ, তোমরা আমাকে যাহা কিছু বলিতে বলিয়াছিলে সবই আমি তাহাকে বলিয়াছি। আমার কথা শেষ হইলে পর তিনি আমাকে এমন কালাম শুনাইয়াছেন, খোদার কসম, আমার কান কখনও এমন কালাম শুনে নাই। আর আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারি নাই যে, তাহাকে কি জবাব দিব। হে কোরাইশগণ, তোমরা আজ আমার কথা মানিয়া লও, আগামীতে কোন কথা না মানিতে চাহ না মানিও। তোমরা এই ব্যক্তিকে (তাঁহার অবস্থার উপর) ছাড়িয়া দাও এবং তাঁহার বিষয় হইতে সরিয়া থাক। খোদার কসম, তিনি আপন কাজ কখনও ছাড়িবেন না। তোমরা তাঁহার ও আরবদের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াও। যদি তিনি তাহাদের উপর জয়যুক্ত হন তবে তাঁহার গৌরব তোমাদেরই গৌরব হইবে, আর তাঁহার সম্মান তোমাদেরই সম্মান হইবে। আর যদি আরবগণ তাঁহার উপর বিজয়ী হয় তবে তোমাদের উদ্দেশ্য অন্যের দ্বারা হাসিল হইয়া গেল। কোরাইশগণ ওতবার কথা শুনিয়া বলিল, হে আবুল ওলীদ, তুমি বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ। (বিদায়াহ)

দাওয়াতের কাজে দৃঢ়তা

মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও মারওয়ান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় (ওমরার উদ্দেশ্যে) মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। হাদীসের বাকী অংশ ইমাম

www.BANGLAKITAB.com

বোখারী (রহঃ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা 'সাহাবাদের সেই সকল আখলাক যাহা দ্বারা মানুষ হেদায়াত পাইয়াছে' এর অধ্যায়ে আসিতেছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুদাইবিয়ার ময়দানে অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময় খোযাআহ গোত্রের কতিপয় লোক সহ বুদাইল ইবনে অরকা' খোযায়ী সেখানে উপস্থিত হইল। তেহামা অধিবাসীদের মধ্যে ইহারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক হিতাকাংখী ছিল। বুদাইল ইবনে অরকা' বলিল, আমি কা'ব ইবনে লুআই ও আমের ইবনে লুআইয়ের নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা (যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতঃ) হুদাইবিয়ার পানির নিকট অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সহিত নতুন ও পুরাতন প্রসূতি উটনীও রহিয়াছে। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং আপনাকে বাইতুল্লায় প্রবেশ করিতে বাধা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমরা ত ওমরা করিতে আসিয়াছি। আর কোরাইশদিগকে ত যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। তাহারা যদি সম্মত হয় তবে আমি তাহাদের সহিত নির্ধারিত সময়সীমার জন্য সন্ধি করিতে পারি। উক্ত সময়সীমার মধ্যে তাহারা আমার ও অন্যান্য লোকদের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর যদি আমি জয়লাভ করি তবে লোকেরা যে দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে, ইচ্ছা হইলে তাহারাও উহা গ্রহণ করিবে। অন্যথায় (অর্থাৎ যদি আমি পরাজিত হই তবে ত) তাহারা স্বস্তিলাভ করিল। আর যদি তাহারা সন্ধি করিতে অস্বীকার করে তবে সেই পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি আমার এই দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের সহিত এমন যুদ্ধ করিব যে, হয়ত আমার মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে অথবা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হায়! কোরাইশদের অবস্থার উপর বড় আফসোস! যুদ্ধ তাহাদিগকে খাইয়াছে। তাহারা যদি আমার ও আরবের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের কি অসুবিধা? আরবরা যদি আমাকে পরাজিত করে তবে ত তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই হইল। আর যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে জয়যুক্ত করেন তবে তাহারাও সকলে ইসলাম গ্রহণ করিবে। আর যদি তাহারা তখনও ইসলাম গ্রহণ না করে তবে ইতিমধ্যে তাহারা শক্তি অর্জন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। কোরাইশগণ কি মনে করিতেছে! খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যাহা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি উহার উপর তাহাদের সহিত জেহাদ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে জয়যুক্ত করেন অথবা আমার মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

খাইবারের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)কে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দিব যাহার হাতে আল্লাহ তায়ালা খাইবারের বিজয় দান করিবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে ভালবাসেন। হযরত সাহল (রাঃ) বলেন, (তাঁহার এই ঘোষণার পর) লোকেরা সারারাত্র এই চিন্তায় কাটাইলেন যে, না জানি সকালে কাহার হাতে ঝাণ্ডা দেওয়া হয়! সকালবেলা সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রত্যেকেই ঝাণ্ডা পাইবার আশা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, আলী ইবনে আবি তালেব কোথায়? লোকেরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহার চোখে অসুখ হইয়াছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হইলে তিনি তাহার চোখে দম

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সাথে সাথে তাহার চোখ এরূপ ভাল হইয়া গেল যেন চোখে কোন যন্ত্রণাই ছিল না। তারপর তাহাকে ঝাণ্ডা দান করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা আমাদের ন্যায় মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শান্তভাবে অগ্রসর হও। যখন তাহাদের (সম্মুখে) ময়দানে পৌঁছিবে তখন প্রথম তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার ওয়াজিব হক সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবে। খোদার কসম, তোমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা যদি একজনকেও হেদায়াত দান করেন তবে ইহা তোমার জন্য লালবর্ণের উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম)

দাওয়াতের কাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ধৈর্যধারণ

হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমিই হাকাম ইবনে কাইসানকে গ্রেফতার করিয়াছি। অতঃপর আমাদের আমীর তাহাকে কতল করিবার এরাদা করিলে আমি বলিলাম, থাক, আমরা বরং তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করিব। সুতরাং আমরা তাহাকে লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিতে রাজী হইতেছিল না। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আশায় এই ব্যক্তির সহিত কথা বলিতেছেন? খোদার কসম, এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করিবে না। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই এবং সে তাহার দোযখের ঠিকানায় চলিয়া যাক। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে হাকাম ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন,

তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে দেখিয়াই আমার পূর্বাপর সকল ব্যবহার আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি মনে মনে বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আমার অপেক্ষা অভিজ্ঞ আমি সেখানে কি করিয়া সাহস দেখাই? তারপর মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের হিতকামনাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত হাকাম ইসলাম গ্রহণ করিলেন। খোদার কসম, তাহার ইসলামী জীবন উত্তম হইয়াছিল। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি 'বীরে মাউনার' যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিয়াছেন।

যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হাকাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এক আল্লাহর এবাদত করিবে যাহার কোন শরীক নাই এবং এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হাকাম বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে যদি আমি তোমাদের কথা মানিয়া তাহাকে কতল করিতাম তবে সে দোযখে প্রবেশ করিত। (ইবনে সা'দ)

হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)এর হত্যাকারী ওয়াহশী ইবনে হারব (রাঃ)এর নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাকে কিরূপে দাওয়াত দিতেছেন? অথচ আপনি বলেন, যে ব্যক্তি হত্যা করে, শিরক করে

www.BANGLAKITAB.com

অথবা যেনা করে, সে দোযখে যাইবে, কেয়ামতের দিন তাহার আযাব দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকিবে। আর আমি ত এই সকল কর্ম করিয়াছি। আপনার নিকট আমার জন্য শাস্তি হইতে পরিত্রাণের কোন পথ আছে কি? আল্লাহ তায়ালা তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (فرقان ٧٠)

অর্থ ঃ কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা করিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে। এই সকল লোকদের গুনাহগুলিকে আল্লাহ তায়ালা নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।

অতঃপর ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, তওবা, ঈমান ও নেক আমলের এই শর্ত ত বড় কঠিন। হয়ত আমি উহা যথাযথ পালন করিতে সক্ষম হইব না। তাহার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ (النساء ٤٨)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা শিরক গুনাহ মাফ করিবেন না,তবে শিরক ব্যতীত সকল গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন।

ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, মাফ পাওয়া ত আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইল। জানা নাই, তিনি আমাকে মাফ করিবেন কিনা? ইহা ব্যতীত আর কিছু আছে কি? সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - (رم ٥٣)

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ, তোমরা আমার রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই আয়াত শুনিয়া ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, এখন হইতে পারে। অতএব তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়াহশী যে গুনাহ করিয়াছে আমরাও ত তাহা করিয়াছি। তবে কি আমাদের জন্যও এইরূপ হইবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কতিপয় মুশরিক যাহারা হত্যা ও যেনা বেশী পরিমাণে করিয়াছিল। তাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যাহা কিছু বলেন ও দাওয়াত দেন উহা অতি উত্তম, কিন্তু আমরা যে সকল গুনাহের কাজ করিয়াছি, উহার কোন কাফফারা আছে কিনা, যদি বলিতেন তবে ভাল হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওয়াহশী (রাঃ) সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ - قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ -

দাওয়াতের মেহনতে রাসূলাল্লাহ (সাঃ)এর বিবর্ণ অবস্থা দেখিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত আবু সালাবা খুশানী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জেহাদের সফর হইতে ফিরিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। কোন সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

WWW.BANGLAKITAB.COM

ওয়াসাল্লাম প্রথম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিতে পছন্দ করিতেন। তারপর প্রথম হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট যাইতেন, অতঃপর আপন বিবিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সুতরাং একবার সফর হইতে ফিরিয়া আপন বিবিগণের পূর্বে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘরে আসিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঘরের দরজায় আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহার চেহারায়—অপর রেওয়ায়াতে আছে তাঁহার মুখ ও চোখের উপর চুম্বন করিতে লাগিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতেছি, শরীরের রং পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং পোশাক মলিন ও পুরাতন হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফাতেমা, তুমি কাঁদিও না। আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতাকে এমন এক দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাকে একদিন তিনি যমীনের বুকে সমস্ত পাকা কাঁচা ঘর ও পশমের তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করাইয়া ছাড়িবেন। কেহ উহা গ্রহণ করিয়া ইজ্জত হাসিল করিবে, আর কেহ উহা গ্রহণ না করিয়া বেইজ্জত হইবে। এমন কি যেখানে রাত্র পৌঁছিয়াছে সেখান পর্যন্ত এই দ্বীন পৌঁছিবে। (অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়াতে এই দ্বীন পৌঁছিবে।)

ইসলামের প্রসারতা সম্পর্কে হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত তামীম দারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, অবশ্যই এই দ্বীন সেখান পর্যন্ত পৌঁছিবে যেখান পর্যন্ত দিবা ও রাত্র পৌঁছিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা মান্যকারীকে উহা দ্বারা ইজ্জত দান করিয়া অমান্যকারীকে বে-ইজ্জত করিয়া সকল পাকা ও কাঁচাঘরে এই দ্বীনকে অবশ্যই প্রবেশ করাইবেন। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদিগকে উহা দ্বারা ইজ্জত দান

করিবেন। আর কুফরকে বে-ইজ্জত করিবেন। তামীম দারী (রাঃ) বলিতেন, আমি এই দৃশ্য আমার নিজ খান্দানের ভিতর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার খান্দানের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সর্বপ্রকার কল্যাণ ও ইজ্জত সম্মান লাভ করিয়াছে। আর যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা বে-ইজ্জত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং তাহাদের জিযিয়া বা কর আদায় করিতে হইয়াছে। (মাজমা')

মোরতাদদের ইসলামে ফিরিয়া আসার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে তুসতার বিজয়ের সুসংবাদ দিবার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের ছয় জন, যাহারা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের খবর কি? আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিমীন, তাহারা ইসলাম ছাড়িয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ত কতলই একমাত্র পথ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সারা দুনিয়ায় সমস্ত স্বর্ণ-রূপা হস্তগত হওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে জীবন্ত ধরিতে পারা আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে আপনি তাহাদের সহিত কি করিতেন? তিনি বলিলেন, ইসলামের যেই দরজা দিয়া তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে,আমি তাহাদের সামনে উহা পেশ করিতাম, যেন তাহারা উহাতে পুনরায় প্রবেশ করে। যদি তাহারা প্রবেশ করিত তবে আমিও তাহা মানিয়া লইতাম। অন্যথায় তাহাদিগকে কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখিতাম। (কান্য)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আবদুর রহমান কারী (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নিকট হইতে এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লোকদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা

www.BANGLAKITAB.com

করিলে সে তাহা বর্ণনা করিল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সেখানকার নতুন ও আশ্চর্যজনক কোন খবর আছে কি? সে বলিল, জ্বি হাঁ, এক ব্যক্তি ইসলাম ছাড়িয়া কাফের হইয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তাহার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছ? সে বলিল, আমরা ডাকিয়া আনিয়া তাহার গর্দান উড়াইয়া দিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি তাহাকে তিন দিন বন্দী রাখিয়া প্রত্যহ একটি করিয়া রুটি খাওয়াইছ এবং তাহাকে তওবা করিতে বলিয়াছ? এরূপ করিলে হয়ত সে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরিয়া আসিত। আয় আল্লাহ! আমি উপস্থিত ছিলাম না, আমি এরূপ আদেশ করি নাই, আর আমি সংবাদ পাওয়ার পর সন্তুষ্টও হই নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, এক ব্যক্তি একবার ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবার কাফের হইয়া গিয়াছে এবং আবার ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবার কাফের হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সে কয়েকবার করিয়াছে। এখন তাহার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা? হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে লিখিলেন, আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ লোকদের ইসলাম কবুল করেন, তুমিও তাহার ইসলাম কবুল করিতে থাক। তাহার নিকট ইসলাম পেশ কর। যদি সে গ্রহণ করে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দাও। অন্যথায় তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। (কান্য)

আবু এমরান জাওনী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক খৃষ্টান সন্ন্যাসীর (এবাদতখানার) নিকট দিয়া যাইবার সময় সেখানে দাঁড়াইলেন। লোকেরা সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিল, ইনি হইলেন আমীরুল মুমিনীন। (আওয়াজ শুনিয়া) সে (তাহার এবাদতখানার উপর হইতে) মাথা বাহির করিল। হযরত ওমর (রাঃ) দেখিলেন, এবাদতে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও আরাম আয়েশ ত্যাগের দরুন তাহার শরীর শীর্ণকায় ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাকে বলা হইল, এই ব্যক্তি একজন খৃষ্টান। তিনি বলিলেন, আমি জানি, কিন্তু

তাহাকে দেখিয়া দয়া হইতেছে এবং আল্লাহ তায়ালার এইকথা স্মরণ হইতেছে—

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ - تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً -

অর্থ ঃ বহু মুখমণ্ডল সেদিন (কেয়ামতের দিন) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, তাহারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এত সাধনা ও কষ্ট সহ্য করিয়াও যে সে দোযখে যাইবে, এইজন্য তাহার প্রতি দয়া হইতেছে।

(কানযুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ)এর ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন। ইসলামের পূর্ব হইতেই তাঁহারা উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, হে আবুল কাসেম, আপনাকে কাওমের মজলিসে দেখিতে পাই না! তাহারা আপনার নামে অপবাদ দিতেছে যে, আপনি তাহাদের বাপ-দাদার নিন্দা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল, তোমাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি। তিনি কথা শেষ করিতেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাহার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত হইলেন যে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই মক্কা শহরে তাহার ন্যায় আর কেহ আনন্দিত হয় নাই। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লা, যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। পরদিন তিনি হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন,আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রাঃ)কে লইয়া আসিলেন। তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (বিদায়াহ)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, কোরাইশগণ আপনার সম্পর্কে যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য? অর্থাৎ আপনি আমাদের মা'বুদগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমাদিগকে নির্বোধ বলিয়া আখ্যায়িত করিতেছেন এবং আমাদের বাপ–দাদাকে কাফের বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়, আমি আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার নবী। তিনি আমাকে তাঁহার পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আর আমি তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি। খোদার কসম, ইহা সত্য। হে আবু বকর, আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন অংশীদার নাই, একমাত্র তাঁহারই এবাদত কর। আর তাহারই অনুগত হইয়া থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হাঁ–না কিছুই বলিলেন না, বরং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিলেন। অংশীদারদিগকে অস্বীকার করিয়া ইসলামের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মুমিন ও মুসাদ্দিক (অর্থাৎ সত্য স্বীকারকারী) হইয়া ফিরিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যাহাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছি সে ইতস্ততঃ ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, চিন্তা করিয়াছে ; কিন্তু আবু বকরকে যখন দাওয়াত দিয়াছি তিনি না বিলম্ব করিয়াছেন, আর না

কোনরূপ ইতস্ততঃ করিয়াছেন। ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রেওয়ায়াতে 'হাঁ–না কিছুই বলিলেন না' যে কথাটি বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। কারণ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁহার সততা, আমানতদারী ও উত্তম স্বভাব–চরিত্র সম্পর্কে পূর্ব হইতে অবগত ছিলেন। এরূপ ব্যক্তি ত মানুষের সম্পর্কেই মিথ্যা বলিতে পারে না, আল্লাহর সম্পর্কে কিরূপে মিথ্যা বলিবে! অতএব তাঁহার শুধুমাত্র এই কথার উপর যে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন', কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। কোনরূপ ইতস্ততঃ বা দেরী করিলেন না।

বোখারী শরীফে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তখন তোমরা বলিয়াছ, আমি মিথ্যা বলিয়াছি, আর আবু বকর আমাকে সত্য বলিয়াছে এবং সে আপন জান–মাল দ্বারা আমার সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং তোমরা আমার জন্য আমার সঙ্গীকে ছাড়িয়া দিবে কি? তিনি এই কথা দুইবার বলিয়াছেন। অতএব ইহার পর আর কেহ তাহাকে কখনও কষ্ট দেয় নাই। এই হাদীস হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রথম মুসলমান হইবার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।(বিদায়াহ)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেল ইবনে হেশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

www.BANGLAKITAB.com

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষে কবুল করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা ইসলামের বুনিয়াদকে মজবুত ও মূর্তিপূজার মহলকে ধ্বংস করিলেন।

হযরত সাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস সাহাবাদের আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় সামনে আসিতেছে। উক্ত হাদীসে হযরত ওমর (রাঃ)এর বোন হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁহার স্বামী হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করার ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর দুই বাহু ধরিয়া নাড়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাও? কেন আসিয়াছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যে জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন তাহা আমার নিকট পেশ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হযরত ওমর (রাঃ) সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, বাহিরে চলুন। অর্থাৎ বাহির হইয়া প্রকাশ্যে দাওয়াত দিন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি চাও যে, আমি আমার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক ঘটনা তোমাদের নিকট বর্ণনা করি? আমরা বলিলাম, জ্বি হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলাম। তিনি বলেন, তারপর একদিন আমি সাফা পাহাড়ের নিকট একটি ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া বসিলাম। তিনি আমার জামার গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, 'হে খাত্তাবের বেটা, মুসলমান হইয়া যাও। আয় আল্লাহ, তাহাকে হেদায়াত দান করুন। হযরত ওমর

(রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই ; আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। মুসলমানগণ (ইহা শুনিয়া) এমন জোরে তাকবীর দিলেন যে, মক্কার অলিগলিতে তাহা শুনা গেল।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

আমর ইবনে ওসমান (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি একবার আমার খালা আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে গেলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিলেন। আমি তাঁহার প্রতি চাহিতেছিলাম। সে সময় তাঁহার নবুওয়াতের কথা কিছু কিছু প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে ওসমান, কি ব্যাপার! (এরূপ মনোযোগ সহকারে আমার প্রতি কেন দেখিতেছ?) আমি বলিলাম, আপনার ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করিতেছি। আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হইতেছে, অথচ আপনি আমাদের মধ্যে কিরূপ মর্যাদাশালী! হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তাঁহার এই কথা শুনিয়া আল্লাহ জানেন আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। তারপর তিনি বলিলেন—

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ - (الذريت ٢٢-٢٣)

অর্থ ঃ তোমাদের রিযিক ও তোমাদের প্রতিশ্রুত সবকিছু আসমানে (অর্থাৎ লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে। অতএব আসমান ও যমীনের রব্বের কসম, তোমাদের পরস্পর কথাবার্তার মতই ইহা (অর্থাৎ কেয়ামত) সত্য।

অতঃপর তিনি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার পিছন

www.BANGLAKITAB.com

পিছন বাহির হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিলাম। (ইস্তিআব)

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদীজা (রাঃ) নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) সেখানে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ, ইহা কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'ইহা আল্লাহর দ্বীন যাহা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং উহা প্রচার করিবার জন্য আপন রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন। আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন অংশীদার নাই ; তাঁহার এবাদত কর ও লা–ত, ওয্যার এবাদতকে অস্বীকার কর।' হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহা এমন একটি বিষয় যাহা আমি আজকের পূর্বে কখনও শুনি নাই। সুতরাং আমি আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত লইব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পছন্দ করিলেন না যে, দ্বীন সম্পর্কে তাঁহার পক্ষ হইতে প্রকাশ্য ঘোষণার পূর্বে তাহা ফাঁস হইয়া যাক। অতএব তিনি বলিলেন, হে আলী, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে গোপন রাখ।

হযরত আলী (রাঃ) এই অবস্থায় সেই রাত্র কাটাইলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ঢালিয়া দিলেন। তিনি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, গতকল্য আমাকে কি বলিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই ; আর লা–ত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর এবং যেসব

কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা হয় উহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) তাহাই করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি আবু তালেবের ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোপনে আসা যাওয়া করিতেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণকে গোপন রাখিলেন, প্রকাশ করিলেন না।

হাব্বাহ ওরানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে একবার মিম্বারে বসিয়া এত অধিক হাসিতে দেখিয়াছি যে, এরূপ আর কখনও দেখি নাই। হাসির দরুণ তাঁহার সম্মুখের দাঁতগুলি প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি (হাসির কারণ স্বরূপ) বলিলেন, আবু তালেবের কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। একদিন আমি 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িতেছিলাম। এমন সময় আবু তালেব সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা, তোমরা কি করিতেছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা করিতেছ উহাতে কোন অসুবিধা নাই, তবে (সেজদার সময়) আপন নিতম্বদ্বয় উপরে উঠানো আমার দ্বারা কখনও সম্ভব হইবে না। হযরত আলী (রাঃ) পিতার কথায় আশ্চর্য হইয়া হাসিলেন। তারপর বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনার নবী ব্যতীত এই উম্মাতের কোন বান্দা আমার পূর্বে আপনার এবাদত করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই কথা তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা সাত বৎসর পূর্বে আমি নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। (আহমাদ, আবু ইয়ালা)

হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আবু উমামাহ (রহঃ) হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমর ইবনে আবাসাহ, আপনি

www.BANGLAKITAB.com

কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করেন যে, আপনি ইসলাম গ্রহণে চতুর্থ ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, আমি ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগ হইতে লোকদেরকে গোমরাহীর উপর আছে বলিয়া মনে করিতাম এবং মূর্তিপূজার কোন গুরুত্বই দিতাম না। অতঃপর শুনিলাম মক্কায় এক ব্যক্তি গায়েবের খবর বলেন এবং নতুন নতুন কথা শুনান। আমি এই খবর পাওয়া মাত্র আপন বাহনে চড়িয়া মক্কায় উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মগোপন করিয়া আছেন। আর তাঁহার কাওম তাঁহার উপর প্রবল হইয়া রহিয়াছে। আমি কৌশলে তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর নবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর নবী কাহাকে বলা হয়? তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাসূল, অর্থাৎ তাঁহার বার্তাবহকে বলে। আমি বলিলাম, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তিনি আপনাকে কি পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন? বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যেন তাঁহাকে এক-অদ্বিতীয় মানা হয় এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক বা অংশীদার না করা হয়। আর মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আমি বলিলাম, এই দ্বীনের উপর আপনার সঙ্গে আর কে আছেন? তিনি বলিলেন, একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন গোলাম। অথবা বলিয়াছেন, একজন গোলাম ও একজন স্বাধীন ব্যক্তি। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাঁহার সহিত হযরত আবু বকর ইবনে আবি কোহাফা (রাঃ) ও তাঁহার মুক্ত করা গোলাম হযরত বেলাল (রাঃ) আছেন। আমি বলিলাম, আমি আপনার সহিত অবস্থান করিয়া প্রকাশ্যে আপনার অনুসারী হইতে চাহি। তিনি বলিলেন, বর্তমান অবস্থায় আমার সহিত অবস্থান তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে তুমি এখন তোমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া যাও এবং যখন তুমি আমার বিজয়ের সংবাদ পাও, তখন আমার নিকট চলিয়া আসিও। হযরত

আমর (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। আমি খবরাখবর সংগ্রহ করিতে থাকিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনা হইতে এক কাফেলা আগমন করিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মক্কা হইতে যে মক্কী লোকটি তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, তাঁহার কি খবর? তাহারা বলিল, তাঁহার কাওম তাঁহাকে কতল করিবার এরাদা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। তাঁহার ও কাওমের মাঝে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অন্তরায় হইয়া গিয়াছে। আর আমরা লোকজনকে তাঁহার প্রতি দ্রুত ঝুঁকিতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, (এই খবর পাইয়া) আমি আমার বাহনে আরোহন করিয়া মদীনায় আসিয়া উঠিলাম। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, মক্কায় আমার নিকট আসিয়াছিলে, তুমি সেই ব্যক্তি নও কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জানিনা এমন যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দান করুন। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু উমামাহ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কি দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই পয়গাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, পরস্পর রক্তপাত বন্ধ করা হয়, পথঘাট নিরাপদ করা হয়, মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং এক আল্লাহর এবাদত করা হয়, তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করা না হয়। আমি বলিলাম, তিনি অতি উত্তম পয়গাম দিয়া আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন? আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার

WWW.BANGLAKITAB.COM

করিলাম। আমি কি এখন আপনার সহিত অবস্থান করিব, না আমাকে অন্য কোন আদেশ করিবেন? তিনি বলিলেন, তুমি ত দেখিতে পাইতেছ যে, আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি লোকেরা তাহা পছন্দ করিতেছে না। সুতরাং তুমি (এখন) তোমার পরিবারের নিকট অবস্থান কর। যখন শুনিবে, আমি আমার হিজরতের স্থানে পৌছিয়া গিয়াছি তখন আমার নিকট চলিয়া আসিবে। (আহমদ)

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ইসলামের প্রারম্ভিককালেই মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাইদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলামের সূচনা এইভাবে হইয়াছিল যে, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহাকে এক অগ্নিকুণ্ডের মিনারায় দাঁড় করানো হইয়াছে। অতঃপর তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডের প্রশস্ততা সম্পর্কে বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন, এমন বিরাট অগ্নিকুণ্ড যে, উহার প্রশস্ততা আল্লাহই ভাল জানেন। তারপর দেখিলেন, তাহার পিতা তাহাকে সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন। আর দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোমর ধরিয়া রাখিয়াছেন যেন তিনি না পড়েন। এই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মনে মনে বলিলেন, খোদার কসম, ইহা নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে তাঁহার নিকট এই স্বপ্ন ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালায় তোমার মঙ্গল চাহিতেছেন। ইনি আল্লাহর রাসূল, তুমি তাঁহার অনুসরণ কর। তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইহাই যে, তুমি অতিসত্বর তাঁহার অনুসারী হইবে এবং ইসলামে দাখেল হইবে। আর ইসলামই তোমাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে বাঁচাইবে। তোমার পিতা সেই অগ্নিকুণ্ডে যাইয়া পড়িবে। সুতরাং তিনি আজইয়াদ নামক স্থানে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কিসের দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি যাঁহার কোন অংশীদার নাই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আর এই দাওয়াত দিতেছি যে, তুমি যে পাথরের পূজা করিতেছ উহা ছাড়িয়া দাও, কারণ উহা না কিছু শুনিতে পায়, না কোন ক্ষতি করিতে পারে, আর না দেখিতে পায়, না কোন উপকার করিতে পারে। আর না সে বুঝিতে পারে যে, কে তাহার পূজা করিল, কে করিল না। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হইলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালেদ (রাঃ) আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তাহার পিতা-পুত্রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানিতে পারিয়া তাহাকে তালাশ করিতে লোক পাঠাইলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)কে পিতার সামনে হাজির করা হইল। পিতা তাহাকে খুব শাসাইলেন এবং হাতের চাবুক দ্বারা এমন মার মারিলেন যে, তাহার মাথার উপর চাবুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, খোদার কসম, তোমার খানাপিনা বন্ধ করিয়া দিব। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি যদি আমার খানাপিনা বন্ধ করিয়া দেন তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাঁচিয়া থাকার মত রিযিক দান করিবেন। ইহা বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতেন ও তাঁহার সাথে সাথে থাকিতেন। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে উক্ত ঘটনা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ)এর পিতা তাহার অন্যান্য পুত্রদিগকে ও গোলাম রাফে'কে তাঁহার খোঁজে পাঠাইলেন। তাহারা তাহাকে পিতা আবু উহাইহার নিকট ধরিয়া আনিলে তিনি তাঁহাকে খুব ধমকাইলেন ও শাসাইলেন এবং

www.BANGLAKITAB.com

হাতের চাবুক দ্বারা এমন মার মারিলেন যে, তাহার মাথার উপর চাবুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসারী হইয়াছ! অথচ তুমি দেখিতেছ, তিনি আপন কাওমের বিরুদ্ধাচারণ করিতেছেন এবং কাওমের মা'বুদগুলি ও তাহাদের মৃত বাপ–দাদাদেরকে দোষারোপ করিতেছেন। হযরত খালেদ (রাঃ) পিতার জবাবে বলিলেন, খোদার কসম, তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন এবং আমি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি। পিতা আবু উহাইহা ইহা শুনিয়া আরো রাগান্বিত হইলেন এবং কটুকথা বলিলেন ও গালি–গালাজ করিলেন। তারপর বলিলেন, ওরে কমীনা, যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যা, আমি তোর খানাপিনা বন্ধ করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, আপনি যদি আমার খানাপিনা বন্ধ করিয়া দেন তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাঁচিয়া থাকার মত রিযিক দান করিবেন। তারপর তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য পুত্রদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের কেহ তাহার সহিত কথা বলিবে না। অন্যথায় তাহার সহিতও আমি এইরূপ ব্যবহার করিব। হযরত খালেদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সর্বদা তাঁহার খেদমতে লাগিয়া থাকিতেন ও তাঁহার সাথে সাথে থাকিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে,হযরত খালেদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার আশে পাশে কোথাও পিতা হইতে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তারপর যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হাবশার দিকে দ্বিতীয় বার হিজরত করিলেন, তখন তিনিই সর্বপ্রথম হিজরত করিলেন।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (তাহার পিতা) সাঈদ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া যখন অসুস্থ হইল তখন বলিল, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এই রোগ হইতে সুস্থ করেন তবে মক্কার যমীনে ইবনে আবি কাবশা (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খোদার এবাদত কখনও হইতে দিব না। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই সময় দোয়া করিলেন, আয়

আল্লাহ, আপনি তাহাকে এই রোগ হইতে সুস্থ করিবেন না। সুতরাং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল। (ইবনে সা'দ)

হযরত যেমাদ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত যেমাদ (রাঃ) মক্কায় আগমন করিলেন। তিনি আয্দে শানওয়া গোত্রীয় ছিলেন এবং তিনি মন্ত্র দ্বারা জ্বীন ভূতের আছর ইত্যাদির চিকিৎসা করিতেন। তিনি মক্কায় কতিপয় নির্বোধ লোকদিগকে বলাবলি করিতে শুনিলেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) 'মুহাম্মাদ পাগল হইয়া গিয়াছে।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটিকে কোথায় পাওয়া যাইবে? আল্লাহ তায়ালা হয়ত আমার হাতে তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। হযরত যেমাদ (রাঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আমি এই সমস্ত আছরের চিকিৎসা করিয়া থাকি। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা আমার হাতে রোগমুক্ত করেন, আসুন, (আমি আপনার চিকিৎসা করি)। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

অর্থ ঃ নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবং তাহার নিকট সাহায্য চাহিতেছি। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ গোমরাহ করিতে পারে না, আর তিনি যাহাকে গোমরাহ করেন তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে,, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন অংশীদার নাই।

তিনি এই খোতবা তিনবার পড়িলেন। হযরত যেমাদ (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমি জ্যোতিষীদের কথা, জাদুকরদের কথা এবং কবিদের

www.BANGLAKITAB.com

কথাও শুনিয়াছি, কিন্তু এই কথাগুলির ন্যায় কোন কথা কখনও শুনি নাই। আপনার হাত দিন, আমি আপনার হাতে ইসলামের উপর বাইআত হইব। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করিব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বাইআত করিলেন এবং বলিলেন, এই বাইআত তোমার কাওমের জন্যও? তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমার কাওমের জন্যও। পরবর্তীকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লস্কর প্রেরণ করিলেন। তাহারা হযরত যেমাদ (রাঃ)এর কাওমের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। লস্করের আমীর দলের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এই কাওমের কোন জিনিস লইয়াছ? এক ব্যক্তি বলিল, আমি তাহাদের একটি লোটা লইয়াছি। আমীর বলিলেন, ফিরাইয়া দাও, কারণ ইহারা হযরত যেমাদ (রাঃ)এর কাওম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত যেমাদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা শুনিয়া বলিলেন, আপনার কথাগুলি আবার বলুন, কারণ আপনার এই কথাগুলি (আরবী সাহিত্য) সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। (বিদায়াহ)

আবদুর রহমান আদভী (রহঃ) বলেন, হযরত যেমাদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিলাম। একদিন এক মজলিসে বসিলাম, যেখানে আবু জেহেল, ওতবা ইবনে রাবীআহ ও উমাইয়াহ ইবনে খালাফও উপস্থিত ছিল। আবু জেহেল বলিল, এই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, আমাদিগকে নির্বোধ বলিতেছে, আমাদের মৃতদেরকে গোমরাহ বলিতেছে আর আমাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করিতেছে। উমাইয়াহ বলিল, নিঃসন্দেহে লোকটি পাগল। (নাউযুবিল্লাহ) হযরত যেমাদ (রাঃ) বলেন, তাহার কথা আমার মনে বসিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি ত আছর ইত্যাদির চিকিৎসা করিয়া থাকি। সুতরাং আমি উক্ত মজলিস হইতে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সারাদিন তালাশ করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না। পরদিন আবার

তালাশ করিতে করিতে তাহাকে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামাযরত অবস্থায় পাইলাম। আমি বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নামায শেষ করিলে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিলাম এবং বলিলাম, হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! তিনি আমার দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন, কি চাও? আমি বলিলাম, আমি আছর ইত্যাদির চিকিৎসা করিয়া থাকি। আপনি রাজী থাকিলে আমি আপনারও চিকিৎসা করিতে পারি। এই রোগকে আপনি মারাত্মক মনে করিবেন না, আমি আপনার অপেক্ষা কঠিন রুগীরও চিকিৎসা করিয়াছি এবং সে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। আর আপনার কাওমের নিকট শুনিলাম, তাহারা আপনার কিছু খারাপ আচরণের কথা আলোচনা করিতেছে। যেমন—আপনি তাহাদিগকে নির্বোধ বলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মৃতদের গোমরাহ বলিতেছেন ও তাহাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করিতেছেন। আমি শুনিয়া ভাবিলাম, এরূপ কাজ ত একমাত্র পাগল (অথবা জ্বীন ভূতের আছরযুক্ত) ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْمَدُهٗ وَأَسْتَعِيْنُهٗ وَأُؤْمِنُ بِهٖ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ـ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবংতাঁহার সাহায্য চাহিতেছি,আর তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিতেছি এবং তাঁহার উপর ভরসা করিতেছি। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ গোমরাহ করিতে পারে না, আর তিনি যাহাকে গোমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

হযরত যেমাদ (রাঃ) বলেন, আমি এমন কালাম শুনিলাম, যাহা

www.BANGLAKITAB.com

অপেক্ষা সুন্দর কালাম আর কখনও শুনি নাই। আমি তাঁহাকে আবার বলিতে বলিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন। আমি বলিলাম, আপনি কোন্ জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি এই দাওয়াত দিতেছি যে,তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর মূর্তিপূজা ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিবে এবং এই সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল। বলিলাম, আমি যদি এইরূপ করি তবে কি পাইব? তিনি বলিলেন, তোমার জন্য বেহেশত। আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর মূর্তিপূজা ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিলাম এবং উহাদের সহিত নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা দিলাম। আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর আমি বেশ কিছুদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রহিলাম এবং কোরআনের অনেকগুলি সূরা শিখিবার পর নিজের কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদভী (রহঃ) বলেন, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে এক জামাতের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত জামাতের লোকেরা এক স্থান হইতে বিশটি উট ধরিয়া হাঁকাইয়া আনিল। হযরত আলী (রাঃ) পরে জানিতে পারিলেন যে, উক্ত উটগুলি হযরত যেমাদ (রাঃ)এর কাওমের। তিনি বলিলেন, তাহাদের উট তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। সুতরাং তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (এসাবাহ)

হযরত এমরান (রাঃ)এর পিতা হযরত হুসাইন (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ হুসাইন (রাঃ)কে খুবই সম্মান করিত। তাহারা তাহার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া এই ব্যক্তির সহিত কথা বলুন। কারণ তিনি

আমাদের মা'বুদদের সমালোচনা করেন ও নিন্দা করেন। অতএব তাহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার নিকট আসিয়া বসিল। (হযরত হুসাইন (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুরুব্বির (অর্থাৎ হযরত হুসাইন (রাঃ)এর) জন্য জায়গা করিয়া দাও। তাহার ছেলে হযরত এমরান (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ পূর্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, আপনার সম্পর্কে এই সকল কি কথা শুনিতেছি! আপনি নাকি আমাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করেন এবং উহাদের সমালোচনা করেন। আপনার পিতা ত ধর্মকর্মে পরিপক্ক ও অতি ভাললোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হুসাইন, আমার ও তোমার উভয়ের পিতাই দোযখে গিয়াছেন। হে হুসাইন, বল দেখি, তুমি কতজন মা'বুদের উপাসনা কর? হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন,যমীনে সাতজন ও আসমানে একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা, যখন কোন অসুবিধায় পড় তখন কাহাকে ডাক?তিনি বলিলেন,যিনি আসমানে আছেন তাহাকে ডাকি। জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, যখন মাল–দৌলত নষ্ট হয় তখন কাহাকে ডাক? তিনি বলিলেন, যিনি আসমানে আছেন, তাহাকে ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (আশ্চর্যের বিষয়) তিনি একাই তোমাকে সাহায্য করিতেছেন, আর তুমি তাঁহার সহিত অন্যান্যদেরকে শরীক করিতেছ! তুমি কি সেই আসমানী খোদার অনুমতি ক্রমে তাহার সহিত এইগুলিকে শরীক করিতেছ? না এই ভয় করিতেছ যে, তাহাদিগকে শরীক না করিলে তাহারা তোমার উপর প্রবল হইয়া যাইবে? তিনি বলিলেন, না, দুইটার একটাও না। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার ন্যায় এমন মহান ব্যক্তির সহিত ইতিপূর্বে আমি কখনও আলাপের সুযোগ পাই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হুসাইন, ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে। তিনি বলিলেন, (যেহেতু) আমার কাওম ও

www.BANGLAKITAB.com

খান্দান রহিয়াছে। (তাহাদের পক্ষ হইতে অত্যাচারের ভয় হইতেছে) সেহেতু আমি এখন কি বলিব?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল—

اَللّٰهُمَّ اَسْتَهْدِيْكَ لِاَرْشَدِ اَمْرِىْ وَ زِدْنِىْ عِلْمًا يَّنْفَعُنِىْ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার জন্য সঠিক পথের সন্ধান চাহিতেছি এবং আমার এলমকে বৃদ্ধি করিয়া দিন, যাহাতে আমার উপকার হয়।

হযরত হুসাইন (রাঃ) উহা পড়িলেন এবং মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। হযরত এমরান (রাঃ) পিতার নিকট উঠিয়া গেলেন এবং তাহার মাথা, উভয় হাত ও পা চুম্বন করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা–পুত্রের এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, এমরানের কাজ দেখিয়া আমার কান্না আসিয়া গিয়াছে। যখন হুসাইন কাফের অবস্থায় এখানে আসিল তখন এমরান তাহার জন্য দাঁড়ায়ও নাই তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে নাই। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করিল তখন সে তাহার হক আদায় করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মন বিচলিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যখন হযরত হুসাইন (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইবার এরাদা করিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে বলিলেন, তোমরা যাও, তাহাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া আস।

হযরত হুসাইন (রাঃ) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন কোরাইশগণ তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ধর্মচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িল। (এসাবাহ)

নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন একজন সাহাবীকে দাওয়াত প্রদান

আবু তামীমাহ্ হুজাইমী (রাঃ) তাহার কাওমের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল অথবা আবু তামীমাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? অথবা বলিল, আপনি কি মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, আপনি কাহাকে ডাকিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, আমি অদ্বিতীয় এক আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাকে ডাকি, যাঁহাকে বিপদের সময় ডাকিলে তিনি তোমার বিপদ দূর করিয়া দেন এবং যাঁহাকে দুর্ভিক্ষের সময় ডাকিলে তিনি তোমার জন্য খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিয়া দেন এবং মরুভূমিতে যখন তোমার উট হারাইয়া যায় তখন তাঁহাকে ডাকিলে তোমার উট ফিরাইয়া দেন। এই সকল কথা শুনিবার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন জিনিসকে অথবা বলিলেন, কাহাকেও গালি দিও না। উক্ত সাহাবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হইতে আমাকে এই নসীহত করিয়াছেন সেদিন হইতে আমি কোন উট অথবা কোন বকরীকেও আর গালি দেই নাই। (আহমদ)

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ কুশাইরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ যাবৎ আপনার নিকট আসি নাই। তারপর উভয় হাতের তালু একত্র করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, কারণ, আমি আঙ্গুলের রেখা অপেক্ষা অধিকবার কসম খাইয়াছি যে, আপনার নিকট আসিব না আর আপনার দ্বীন গ্রহণ করিব না। কিন্তু এখন আমি আপনার নিকট এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আল্লাহ

WWW.BANGLAKITAB.COM

তায়ালা আমাকে যৎসামান্য বুঝাইয়াছেন তাহা ব্যতীত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আপনাকে মহান আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমাদের রব্ব আপনাকে আমাদের নিকট কি জিনিস দিয়া পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, দ্বীনে ইসলাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বীনে ইসলাম কি? তিনি বলিলেন, ইসলাম এই যে, তুমি বলিবে, আমি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে সমর্পণ করিলাম এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে পৃথক হইয়া গেলাম। নামায কায়েম করিবে, যাকাত দান করিবে। প্রত্যেক মুসলমান অপর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সম্মানযোগ্য। তাহারা উভয়ে ভাই ভাই, একে অপরের সাহায্যকারী। ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি শিরক করে আল্লাহ তায়ালা তাহার কোন আমল কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইয়া যায়। তোমাদিগকে কোমরে ধরিয়া দোযখ হইতে রক্ষা করার আমার কি প্রয়োজন ছিল? তবে জানিয়া রাখ, আমার রব্ব আমাকে ডাকিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি কি আমার বান্দাগণের নিকট (আমার পয়গাম) পৌছাইয়াছ?' আমি বলিব, হে আমার রব্ব, আমি পৌছাইয়াছি। শুনিয়া রাখ, তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদিগকে পৌছাইয়া দেয়। শুনিয়া রাখ, (কিয়ামতের দিন) তোমাদিগকে মুখ বাঁধা অবস্থায় ডাকা হইবে। অতঃপর সর্বপ্রথম তোমাদের প্রত্যেকের উরু ও হাতের তালু তাহার (কর্মকাণ্ড) সম্পর্কে বলিয়া দিবে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ,ইহাই কি আমাদের দ্বীন? তিনি বলিলেন, ইহাই তোমার দ্বীন এবং তুমি যেখানেই থাকিয়া এই দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে আমল করিবে তোমার জন্য ইহা যথেষ্ট হইবে। (ইস্তিআব)

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের (অথবা নুবওয়াত দাবীর)

খবর শুনিয়া আমার খুবই খারাপ লাগিল। সুতরাং আমি দেশত্যাগ করিয়া রোমে চলিয়া গেলাম। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি রোম সম্রাট কায়সারের নিকট চলিয়া গেলাম। তারপর আমার এই রোমে অবস্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত অপেক্ষা অধিক খারাপ লাগিতে লাগিল। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, খোদার কসম, আমি যদি তাঁহার নিকট যাই তবে আমার কি ক্ষতি? যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন তবে ত আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবেন না ; আর যদি তিনি সত্যবাদী হন তবে তাহাও জানিতে পারিলাম। তিনি বলেন, এই ভাবিয়া মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার আগমনে লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, আদি ইবনে হাতেম আসিয়াছে, আদি ইবনে হাতেম আসিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমাকে তিনবার এই কথা বলিলেন, হে আদি ইবনে হাতেম, ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে। হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি এক ধর্মের উপর আছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার অপেক্ষা অধিক জানি। আমি বলিলাম, আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার অপেক্ষা আপনি অধিক জানেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তুমি রাকুসিয়্যাহ সম্প্রদায়ভুক্ত নও কি? (ইহারা খৃষ্টান ও সায়েবীন সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি এক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়) আর তুমি তোমার কাওমের গনীমতের এক–চতুর্থাংশ গ্রাস করিয়া লও, এমন নহে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, অথচ চতুর্থাংশ লওয়া তোমার ধর্মে তোমার জন্য হালাল নহে, এমন নহে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। হযরত আদি (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইটুকু বলিতেই আমি মনের দিক হইতে নরম হইয়া গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শুন, ইসলাম গ্রহণের পথে কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিতেছে আমি তাহাও জানি। তুমি ভাবিতেছ, দুর্বল ও অসহায় লোকেরাই তাহার অনুসরণ করিতেছে এবং সমগ্র আরব মিলিয়া

www.BANGLAKITAB.com

তাহাদিগকে একদিকে ফেলিয়া দিয়াছে (অথবা সমগ্র আরব তাহাদিগকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানাইয়া রাখিয়াছে।) তুমি কি হীরা শহর সম্পর্কে জান? আমি বলিলাম, দেখি নাই, তবে নাম শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এই দ্বীনকে একদিন পূর্ণতা দান করিবেন এবং (এমন নিরাপত্তা কায়েম হইবে যে,) তুমি দেখিবে, পর্দানশীন মেয়েলোক হীরা শহর হইতে একাকিনী আসিয়া আল্লাহর ঘর তওয়াফ করিবে, তাহার সহিত কেহ থাকিবে না। অবশ্যই কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার অধিকার করা হইবে। হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার! তিনি বলিলেন, হাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার এবং মাল-দৌলতের এমন প্রাচুর্য্য হইবে যে, উহা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যাইবে না।

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) এই ঘটনা শুনাইবার পর বলিলেন, দেখ, এই সেই পর্দানশীন মেয়েলোক হীরা হইতে সঙ্গীহীন অবস্থায় আসিয়া আল্লাহর ঘর তওয়াফ করিতেছে। আর কিসরার ধনভাণ্ডার যাহারা অধিকার করিয়াছিলেন আমি ও তাঁহাদের মধ্যেকার একজন ছিলাম। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তৃতীয়টিও (অর্থাৎ মাল-দৌলতের প্রাচুর্য্য) অবশ্যই ঘটিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা এরশাদ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি আকরাব নামক স্থানে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার দল আসিয়া আমার ফুফু সহ কিছুলোককে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির করিল। গ্রেফতারকৃত সকলকে যখন কাতার করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করানো হইল, তখন আমার ফুফু বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সাহায্যকারী প্রতিনিধি দূরে সরিয়া গিয়াছে, সন্তান সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমি

বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি, খেদমত করার মত শক্তিও আমার নাই। সুতরাং আমার উপর দয়া করুন আল্লাহ আপনার উপর দয়া করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাহায্যকারী প্রতিনিধি কে? তিনি বলিলেন, আদি ইবনে হাতেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল হইতে পলায়ন করিয়াছে? ফুফু বলেন, অতঃপর তিনি আমার প্রতি দয়া করিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তি আমাদের ধারণামতে তিনি হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন, তিনি আমার ফুফুকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরোহণের জন্য বাহন চাহিয়া লও। আমার ফুফু চাহিলে তিনি তাহাকে বাহন দিবার আদেশ করিলেন।

হযরত আদি (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার ফুফু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি এমন কাজ করিয়াছ, তোমার পিতা থাকিলে কখনও এমন করিতেন না। (অর্থাৎ তোমার ন্যায় আমাকে একা ফেলিয়া পালাইয়া যাইতেন না।) তারপর বলিলেন, ইচ্ছায় হউক বা তাঁহার ভয়ের দরুন অনিচ্ছায় হউক, তুমি অবশ্যই তাঁহার নিকট যাও। কারণ অমুক তাঁহার নিকট গিয়াছেত তাঁহার দয়া লাভ করিয়াছে, অমুক গিয়াছেত সেও তাঁহার দয়া লাভ করিয়াছে।

হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। সেখানে তাঁহার নিকট একজন মেয়েলোক ও দুইটি শিশু অথবা বলিয়াছেন, একটি শিশু দেখিতে পাইলাম। তারপর তিনি তাঁহার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ হইয়া বসার বর্ণনা দিলেন। তিনি বলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কিসরা ও কায়সারের দরবার নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আদি ইবনে হাতেম, তুমি কি কারণে পালাইয়া বেড়াইতেছ? তুমি কি এইজন্য পালাইতেছ যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

www.BANGLAKITAB.com

বলিতে হইবে? তবে কি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ আছে? তুমি কি এইজন্য পালাইতেছ যে, 'আল্লাহু আকবার' বলিতে হইবে? তবে কি আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা অপেক্ষা বড় আর কোন জিনিস আছে? হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গযব নাযিল হইয়াছে, তাহারা হইল ইহুদীগণ, আর যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা হইল খৃষ্টানগণ।

হযরত আদি (রাঃ) বলেন, অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিল। (তাঁহার নিকট দিবার মত কোন জিনিস ছিল না বিধায় তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে দান করিতে উৎসাহ দিলেন) এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, আম্মাবা'দ, হে লোকসকল, তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল খরচ কর। যে পার এক সা' (সাড়ে তিন সের পরিমাণের পরিমাপ পাত্র বিশেষ) অথবা উহা হইতে কম, এক মুষ্টি অথবা উহা অপেক্ষা কম হইলেও খরচ কর। বর্ণনাকারী শো'বা (রহঃ) বলেন, আমার যতখানি মনে পড়ে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, একটি খেজুর অথবা একটুকরা খেজুর হইলেও খরচ কর। তোমাদের প্রত্যেকের আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং আমি যেরূপ বলিতেছি এরূপ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে দেখা ও শুনার শক্তি দান করি নাই? আমি কি তোমাকে মাল-আওলাদ দান করি নাই? তখন সে সামনে, পিছনে, ডানে, বামে তাকাইয়া দেখিবে, কিন্তু সে কিছুই পাইবে না। আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য ঢালস্বরূপ সে আপন মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না। সুতরাং একটুকরা খেজুর দিয়া হইলেও সেই আগুন হইতে আত্মরক্ষা কর। আর যদি একটুকরা খেজুরও না পাও তবে অন্ততপক্ষে নম্র কথার দ্বারা হইলেও আত্মরক্ষা কর। আমি তোমাদের জন্য অভাব অনটনের ভয় করি না। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ও

প্রচুর পরিমাণে দান করিবেন, অথবা বলিয়াছেন, এত বিজয় দান করিবেন যে, পর্দানশীন মেয়েলোক একাকিনী হীরা ও ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনার মধ্যবর্তী স্থান অথবা ইহা অপেক্ষা দূরের সফর করিবে কিন্তু তাহার মালামাল চুরি হইবার কোন ভয় থাকিবে না। (বিদায়াহ)

হযরত যিল জাওশান যিবাবী (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরযুদ্ধ হইতে অবসর হইবার পর আমি কারহা নামক ঘোড়ার একটি বাচ্চা লইয়া তাঁহার নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আমি আমার কারহার বাচ্চা লইয়া আসিয়াছি। আপনি উহা গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই, তবে তুমি যদি চাও আমি উহার বিনিময়ে বদর যুদ্ধে পাওয়া উন্নতমানের একটি বর্ম তোমাকে দিতে পারি। আমি বলিলাম, আমি ত আজ উহা উন্নতমানের কোন ঘোড়ার বিনিময়েও দিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই। তারপর বলিলেন, হে যিল জাওশান, তুমি মুসলমান হইয়া যাওনা কেন? তুমি এখন মুসলমান হইয়া গেলে ইসলামে যাহারা প্রথম তাহাদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইতে। আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, কেন? হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি দেখিতেছি, আপনার কাওম আপনাকে অস্বীকার করিতেছে। তিনি বলিলেন, বদরে তাহাদের পরাজয়ের কেমন সংবাদ পাইয়াছ? আমি বলিলাম, আমার নিকট সমস্ত সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমাকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেওয়াই আমাদের কাজ। আমি বলিলাম, আপনি যদি কা'বা অধিকার করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে পারেন তবে আমি আপনার কথা মানিয়া লইব। তিনি বলিলেন, তুমি জীবিত থাকিলে তাহাও দেখিতে পাইবে। তারপর বলিলেন, হে বেলাল, এই ব্যক্তির ঝোলা

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া তাহার পথের জন্য আজওয়া খেজুর ভরিয়া দাও। অতঃপর আমি রওয়ানা হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি বনু আমের গোত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ারদের মধ্য হইতে একজন।

হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি তারপর আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলাম, এমন সময় একদিন এক আরোহী মুসাফির সেখানে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকদের কি অবস্থা? সে বলিল, খোদার কসম, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফ জয় করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছেন। আমি (এই সংবাদ শুনিয়া) বলিলাম, হায়, আমি যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই মরিয়া যাইতাম, আমার মায়ের কোল যদি তখনই খালি হইয়া যাইত! হায়, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি যদি সেদিন ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইতাম এবং তাঁহার নিকট হীরা এলাকা (জায়গীর হিসাবে) চাহিয়া লইতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে উহা দিয়া দিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে ইসলাম গ্রহণে কি জিনিস বাধা দিতেছে? হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি দেখিতেছি, আপনার কাওম আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে, আপনাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছে এবং আপনার সহিত মুকাবিলা করিতেছে। সুতরাং এখন আমি দেখিতে চাই, আপনি কি করেন? যদি আপনি তাহাদের উপর বিজয় লাভ করেন তবে আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিব এবং আপনার অনুসরণ করিব। আর যদি তাহারা আপনার উপর বিজয় লাভ করে তবে আপনার অনুসরণ করিব না।

(তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com